চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 15 May 2019 ■ আগরতলা, ১৫ মে , ২০১৯ ইং ■ ৩০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলায় অমিত শাহর রোড শো ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শো-এর বিরোধিতায় টিএমসিপির প্রতিবাদের জেরে হামলা পাল্টা হামলায় রণক্ষেত্র কলেজ স্ট্রিট ও বিধান সরণি। গোটা ঘটনার দায় রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ । তিনি বলেন, তৃণমূলের গুন্ডারা হতাশা থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বাংলা মানুষ ইভিএমে এই হামলার জবাব শেষ দফায় ভোটের মাধ্যেমে দেবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রথমে উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। এই ঘটনায় দুইজন আহত হন। এরপর সেই বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পৌঁছায় বিধান সরণিতে বিদ্যাসাগর কলেজের সামনেও। এদিন বিদ্যাসাগর কলেজের গেটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তিনটি বাইকে। কলেজে ভাঙে বিদ্যাসাগরের মূর্তি। এদিনের ঘটনায় একে আপরের বিরুদ্ধে আগে হামলার অভিযোগ করে টিএমসিপি ও এবিভিপি-র পড়ুয়ারা। অমিত শাহ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় গোটা ঘটনার দায় চাপিয়েছেন রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের উপর। অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন পুলিশের সামনেই তাদের উপর হামলা হল কি করে ? তিনি দাবি করেন, পুলিশ বিভ্রান্ত করে রাজ্যের শাসক দলকে এই হামলা চালাতে সাহায্য করেছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা একেবারেই নিন্দনীয়। মিছিল ভুল পথে চালিত করেছে পুলিশ। ওই এলাকা যে এতটা উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল, তা বুঝতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাঁদের সমর্থকদের এমন এক নিদারুণ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হল। তিনি বলেন, তৃণমূলের গুন্ডারা হতাশা থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি আরও বলেন এত বাধা সত্ত্বেও সাফল্যের সঙ্গে রোড শো শেষ হওয়ার জন্য তিনি বিজেপি সমর্থকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই রোড শো তে প্রায় কলকাতার প্রত্যেকটি নাগরিক অংশ গ্রহণ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল যে, হিংসা চালিয়েছে তার নিন্দা করছি। বাংলা মানুষ ইভিএমে এই হামলার জবাব শেষ দফায় ভোটের মাধ্যেমে দেবে। রাজ্যে হিংসার ইতি টানতে তৃণমূল হটানো একান্ত প্রয়োজন বলে দাবি করেন অমিত শাহ ।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মঙ্গলবার কলকাতায় বর্ণাঢ্য রোড শো করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। এদিন বিকেলে কলকাতার ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেল থেকে শুরু হয় রোড শো। যা ওয়েলিংটন হয়ে বৌবাজার ক্রসিং, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং, শ্রীমানি মার্কেট হয়ে বিবেকান্দ রোড ক্রসিং-এ গিয়ে শেষ হয়। তবে তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা। দেওয়া হচ্ছে, 'অমিত শাহ গো ব্যাক' স্লোগান। গণতন্ত্রের হত্যাকারী লেখা পোস্টার নিয়ে অবস্থান করছেন তাঁরা। পাশাপাশি যাত্রাপথ আটকেও দাঁড়ানো হয় বলে অভিযোগ। সেটাই শুরু। সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় স্কুটি থেকে এক লক্ষ টাকা ছিনতাই প্রকাশ্য দিবালোকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। আমবাসায় ছিনতাইবাজদের হানা। আমবাসা থানার অধীন কুলাই হরিণ মারার বাসিন্দা লিঙ্কন দেববর্মর স্কুটি থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় একদল ছিনতাইবাজ। সংবাদ সূত্রে জানা যায় আমবাসা ইউবিআই ব্যাঙ্ক থেকে লিঙ্কন দেববর্মা তার মার অ্যাকাউন্ট থেকে এক লক্ষ টাকা তুলে একটি গাড়ি ক্রয় করার জন্য। আমবাসায় একটি মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে স্কুটি রেখে মিষ্টান্ন ভান্ডারের যায় লিঙ্কন দেববর্মা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাইক নিয়ে এসে লিঙ্কন দেববর্মার স্কুটি থেকে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বাইকে থাকা দুই ছিনতাইবাজ। একজন মহিলা এই ঘটনা দেখে চিৎকার করা মাত্রই বাইক দিয়ে পালিয়ে যায় এই দুই ছিনতাইবাজ। নিমিষের মধ্যে বাইক নিয়ে চম্পট দেয় তারা। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে আমবাসা থানার দ্বারস্থ হয় লিঙ্কন দেববর্মা। তিনি জানান ওই মিস্টির দোকানের সামনে স্কুটির রেখে গেলে তার স্কুটি থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইবাজরা। প্রকাশ্য দিনের বেলা আমবাসা বাজার থেকে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা ঢিলেঢালা। বাজারের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ইদানিং বেশ কিছু অপরিচিত যুবক আমবাসা বাজারের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা এরাই এই অপরাধ সংগঠিত করছে।

টিসিএস ও টিপিএস নিয়োগে পরীক্ষা বাতিলের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। টিসিএস এবং টিপিএস নিয়োগে বাতিল পরীক্ষা বহাল রাখল হাইকোর্ট। ওই পরীক্ষা বাতিলের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। শুধু তা-ই নয়, ৮ সপ্তাহের মধ্যে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। এ-ঘটনায় ত্রিপুরা সরকার জোর ধাক্কা খেল বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (টিপিএসসি) মাধ্যমে টিসিএস গ্রেড টু এবং টিপিএস গ্রেড টু নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। তদানীন্তন বামফ্রন্ট জমানায় ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে টিপিএসসি টিসিএস গ্রেড টু ৩০টি এবং টিপিএস গ্রেড টু ১৫টি শূন্যপদ পূরণে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। ওই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং ৩০ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করে টিপিএসসি। তাতে বলা হয়েছিল, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই মূল পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হবে। সে মোতাবেক ২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৯ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা নেয় টিপিএসসি।কিন্তু, ২০১৮ সালের ৫ জুন রাজ্য সরকার নতুন নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালের ২০ আগস্ট এক মেমোরেন্ডামে পূর্বের সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল বলে জানানো হয়। তাতে টিসিএস এবং টিপিএস নিয়োগে গৃহীত পরীক্ষাটিও বাতিল করে দেয় ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চাকরি প্রত্যাশী জনৈক সমুদ্র দেববর্মা ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন।চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়। মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী শক্তিময় চক্রবর্তী বলেন, ত্রিপুরা সরকার হাইকোর্টে পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট যুক্তি তুলে ধরতে পারেনি। তাই ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র বলেছেন, কোনও প্রক্রিয়ার মাঝপথে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তে ওই প্রক্রিয়াকে বাতিল করা যায় না। ভারতীয় সংবিধান তার অনুমতি দেয় না। তাই, টিপিএসসি-র পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী টিসিএস গ্রেড টু এবং টিপিএস গ্রেড টু নিয়োগে পরীক্ষা বহাল থাকবে। সাথে হাইকোর্ট ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, ৮ সপ্তাহের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

রাজ্যের বাজারে এল আনারস। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

রেস্টুরেন্টে পুলিশের অভিযান আটক দুই জোড়া যুবক-যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগে রাজধানী আগরতলায় একটি রেস্টুরেন্টে পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে পুলিশ সন্দেহভাজন দুই জোড়া যুবক-যুবতীকে আটক করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গেছে, আজ দুপুরে ক্রাইম অ্যাগেনস্ট উইমেনসেলের ডিএসপি কোয়েল দেববর্মার নেতৃত্বে ওই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে পুলিশ দুই জোড়া যুবক-যুবতীকে আটক করে। সামাজিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখে ধৃতদের পরিচয় খোলসা করেননি ডিএসপি কোয়েল দেববর্মা। তবে এরা রাজধানীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য বলে জানান ডিএসপি। তিনি জানান, রাজধানীর বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্টে অনৈতিক কাজকর্ম চলছে। এখন একের পর এক রেস্টুরেন্টে হানা দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, আজকের অভিযান পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই চালানো হয়েছে। আগামী দিনে এ-ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলেও জানান তিনি।

কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরের প্রাণকেন্দ্র পানিচৌকি বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সোমবার মধ্যরাতে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সোমবার মধ্যরাতে চোরের দল কৈলাসহরের প্রাণকেন্দ্র পানিচৌকি বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দিয়ে ব্যাপক লুটপাট করেছে। এতে বাজারের ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে কৈলাসহর থানায় ঘটনা সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে চোরের দলকে ধরতে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। খুব শিগগির চোরের দলকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন থানা কর্তৃপক্ষ।এদিকে, কৈলাসহরের প্রাণকেন্দ্র পানিচৌকি বাজারে একের পর এক চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে স্থানীয় লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। তাই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি জারি, খসড়া তালিকা প্রকাশ ২০শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। লোকসভা ভোট সমাপ্ত হওয়ার আগেই ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে আজ । ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জি কামেশ্বর রায় এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, ২০ মে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে । ২৭ মে-র মধ্যে ওই ভোট কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে দাবি-আপত্তি জানাতে হবে । বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনও দাবি-আপত্তি থাকে তা-হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে ২৮ মে দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩১ মে ভোট কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশিত হবে ।এই বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট, লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হতেই ত্রিপুরা তৈরি হবে আরও একটি নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পঞ্চায়েত দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে। ওই আধিকারিকের কথায়, যেহেতু ২০ মে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে, তাই জুনের প্রথম সপ্তাহে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর মতে, জুনের প্রথম সপ্তাহেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের জন্য প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।আধিকারিকটি জানিয়েছেন, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হবে। তিনি জানান, আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে।

বাড়ি ফেরার পথে অসমের কলকলিঘাট রেলস্টেশনে নিখোঁজ রাজ্যের যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। অসমের শিলচর থেকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরার পথে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কলকলিঘাট রেলস্টেশন থেকে ত্রিপুরার এক বাসিন্দা নিখোঁজ হয়েছেন। গত ৬ মে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বড়মাছড়া কলইপাড়ার বাসিন্দা চন্দন ভৌমিক (৪০) অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কলকলিঘাট স্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি । চন্দনের স্ত্রী দগনিতা কলই অসমের বারইগ্রাম জংশনে অবস্থিত জিআরপি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন। পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া থানাযও একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন তিনি ।এ-বিষয়ে দগনিতা কলই জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী চন্দন ভৌমিক তাঁর ঘাড়ের চিকিৎসার জন্য তাঁরা শিলচর গিয়েছিলেন । সাথে মহিলার শ্বশুর এবং দাদি-শাশুড়িও ছিলেন । স্বামীর চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার জন্য গত ৬ মে শিলচর থেকে ধর্মনগরগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওঠেন তাঁরা । রাত দশটা নাগাদ ট্রেনটি অসমের কলকলিঘাট স্টেশনে ক্রসিংয়ের জন্য দাঁড়ায়। দীর্ঘ সময় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় তাঁর স্বামী চন্দন ভৌমিক ট্রেন থেকে নামেন । দগনিতা কলই বলেন, আমরা ভেবেছিলাম ট্রেনে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে যাওয়ায় স্টেশনে কিছুক্ষণ হাঁটার জন্য আমার স্বামী নেমেছিলেন । কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরও তিনি না আসায় চিন্তা হয়। তবে আমাদের মনে হয়েছিল অন্য কামরায় উঠেছেন তিনি । কিন্তু ধর্মনগরে পৌঁছনোর পর অনেক খোঁজাখুজি করে তাঁর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি ।দগনিতা জানান, ওইদিনের পর থেকে একাধিক স্থানে স্বামীর খোঁজ করেছি । আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সমস্ত জায়গায় খুঁজেছি । কিন্তু কোথাও তাঁকে না পেয়ে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছি । তিনি জানান, করিমগঞ্জের বারইগ্রাম জিআরপি থানায় স্বামীর বিবরণ দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক বিস্তারের জন্য মমতাকে দায়ী করলেন ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী বলে মনে দাবি করেছেন সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। মঙ্গলবার ট্যুইটারে সীতারাম ইয়েচুরি লেখেন, ২০০২ সালের গুজরাটের দাঙ্গা পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ২০০৪ সালেও বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন তিনি। বাংলায় বিজেপি প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত সেই ধারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বজায় রেখেছিলেন।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে একের পর একে প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। রাজ্যে কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম)-কে সরিয়ে কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বিজেপি। বিজেপি বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং জাতীয় স্তরের নেতারা পশ্চিমবঙ্গে প্রচার চালিয়েছে। ফলে কার্যত রাজনৈতিক অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে সীতারাম ইয়েচুরি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে, এবারের লোকসভা নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক বিষয় প্রকাশ্যে আসবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দিলীপ ঘোষ হত্যা মামলায় পুলিশি ঘেরাটোপ থেকে পলাতক আসামী ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। বহিচর্চিত দিলীপ ঘোষ হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দীপক মিঞাকে পুলিশ আজ আটক করেছে। ২০১২ সালে ডিসেম্বর মাসে ওই হত্যাকাণ্ড মামলার রায় ঘোষণার দিন পুলিশি ঘেরাটোপ থেকে দীপক মিঞা পালিয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার তাকে আইজিএম হাসপাতাল থেকে পুলিশ আটক করেছে।পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের এক খবরের ভিত্তিতে জানতে পেরেছিলাম, দীপক মিঞা আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসবে। সেই মোতাবেক বটতলা ফাঁড়ির পুলিশকে সাথে নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে যৌথ অভিযানে গিয়ে তাকে আটক করেছি।প্রসঙ্গত, আগরতলার রামনগরে দিলীপ ঘোষ হত্যাকাণ্ড বহুল চর্চিত একটি ঘটনা। বামফ্রন্ট জমানায় এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে আটক করেও হাতছাড়া করেছিল পুলিশ। পুলিশি ঘেরাটোপ থেকে বিচারাধীন আসামি পালানোর ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশ কলঙ্কিত হয়েছিল। দীর্ঘ বছর পর দীপক মিঞাকে জালে তুলতে পেরেছে পুলিশ।পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি জানিয়েছেন, আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। দিলীপ ঘোষ হত্যাকাণ্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় ইয়াবা টেবলেটসহ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। চলতি বছরে দ্বিতীয় বড় সাফল্য বিএসএফ-এর। রাজ্যে ১৭ হাজার নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ভারতীয় মুদ্রা নগদ সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের পদস্থ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার দুর্গাপুর গ্রামে মফুল মিঞার বাড়ি থেকে ১৭ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সঞ্জীব কুমার বলেন, ওই খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ-এর এনসিনগর বিওপি এবং কাস্টমস আধিকারিকরা যৌথ অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক দুর্গাপুর গ্রামে যৌথ অভিযানে মফুল মিঞার বাড়ি থেকে ১৭ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, যার বাজার মূল্য ৮৫ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মুদ্রা নগদ ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৬০ টাকা, বাংলাদেশি ২, ১৮০ টাকা এবং সিমকার্ড-সহ ৩-টি মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ আধিকারিকের কথায়, মফুল মিঞা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, ওই গ্রামের মহিলারা তাকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। সঞ্জীব কুমারের দাবি, বিএসএফ এবং কাস্টমস আধিকারিকদের যৌথ অভিযানে দুর্গাপুর গ্রামের মহিলারা বাধা দিয়েছিলেন। তাতে মনে হয়েছিল নেশাদ্রব্য আটক করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মহিলাদের প্রতিরোধ মোকাবিলা করে বিএসএফ এবং কাস্টমস আধিকারিকদের অভযান সফল হয়। কিন্তু এই সুযোগে নেশাকারবারি মাফুল মিঞা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বিএসএফ আধিকারিক বলেন, কাস্টমস এই ঘটনায় এনডিএস ধারায় মামলা রুজু করে মফুল মিঞার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। এদিন তিনি জানিয়েছেন, গত ৬ এপ্রিল বিএসএফ সাম্প্রতিকালের সবচেয়ে বড় অভিযান চালিয়েছিল। তাতে এনসিনগর বিওপি এলাকা থেকে ২৮ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল। যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার জন্য এধরনের অভিযান ক্রমাগত জারি রাখবে বিএসএফ।

পশ্চিম আসনের সব বুথে পুণঃ নির্বাচনের জন্য সিপিএমের মামলা প্রত্যাহার করে হাইকোর্টে যেতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। সদ্য সমাপ্ত পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সব বুথে পুণঃ নির্বাচনের জন্য সুপ্রিম কোর্টে সিপিএম যে রিট পিটিশন দাখিল করেছিল তা সুপ্রিম কোর্টে শুননীর জন্য উঠে। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি আগে হাইকোর্টে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জী এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার কোর্টে শুনানীর জন্য উঠেছিল।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ পাওয়ার সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির তরফ থেকে মঙ্গলবার এক প্রেস রিলিজে জানিয়েছে,

ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শংকর প্রসাদ দত্ত রিট পিটিশনটি দাখিল করেছিলেন। রিট আবদনে গত ১১ এপ্রিল এই কেন্দ্রের ভোটে শাসক দল বিজেপির ব্যাপক রিগিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসহনাত্মক নির্বাচন বাতিল করে সমগ্র কেন্দ্রটিতে পুণঃ নির্বাচনের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিতে আর্জি জানানো হয়।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, শংকর প্রসাদ দত্তের আইনজীবী অ্যাডভোকেট পি ভি দীনেশ আজ সুপ্রিম কোর্টে বলেন, নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ ডক্যুমেন্টেই ব্যাপক রিগিংয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। বিচারপতিরা মামলাটি আগে হাইকোর্টে পেশ করতে পরামর্শ দেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের পরামর্শে মামলাটি হাইকোর্টে পেশের জন্য সুপ্রিম কোর্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২১২ ◻ ১৫ মে
২০১৯ইং ◻ ৩১বৈশাখ ◻☑ বুধবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক শিষ্টাচার

রাজনৈতিক সৌজন্যতাবোধ ক্রমশই হারাইয়া যাইতেছে। রাজনৈতিক রং বিচার করিবার প্রবণতা ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। ইহা এক ভয়ংকর প্রবণতা হিসাবে পরিগণিত হইতেছে। জাতীয় স্তরেও বিষয়টি যেন বিষফোড়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষকে আঘাত করিবার প্রবণতা বিপজ্জনক আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকিলে দেশের রাজনৈতিক শিষ্টাচার অচিরেই আরও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই দুর্য্যোগ মোকাবিলা করিবার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে। অন্যথায় অপরের জন্য গর্ত করিলে সেই গর্তে পরিয়া নিজেকেই হাবুডুবু খাইতে হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষ বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানকার জনগণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার রাজনীতি বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এর মোক্ষম জবাব দিতে গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। বিষয়টির প্রতি রাজনৈতিক দলগুলি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ না করিলে ইহার খেসারত ভোগ করিতে হইবে। শীর্ষ পর্য্যায়ে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বিনষ্ট্রে এইসব ঘটনা দলের মাঝারি ও নীচুস্তরের কর্মীদের মারাত্মকভাবে প্রভাব পড়িতেছে। ইহার প্রমাণ আমাদের রাজ্যেও প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রমাণিত হইতেছে। এর বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে সাধরণ মানুষজনকে। দুই দফায় এই রাজ্যে লোকসভার দুটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রচার কার্য্য চালাইতে গিয়া রাজনৈতিক দলগুলি যেইভাবে শিষ্টাচার ভঙ্গের নজির স্থাপন করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে কখনোই নজরে আসে নাই। পরিস্থিতি এমন এক পর্য্যায়ে ঠেকিয়াছে যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হইয়াছে। বিষয়টি নিয়া যেভাবে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর মধ্যে কৌতুহলের সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা রীতিমতো উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। বিষয়টি যে নিতান্তই পারিবারিক সেই বিষয় নিয়া দুষ্ট চক্রটি একবারের জন্যও পিছন ফিরিয়া তাকাইবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। এই ধরনের অপপ্রচারকে পুঁজি করিয়া একাংশের রাজনৈতিক ব্যাপারীরা বাজার গরম করিয়া রাজনৈতিক মাইলেজ পাইবার চেষ্টারও ত্রুটি রাখেন নাই। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ইহার ফল অশ্বডিম্ব প্রসব করিয়াছে। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর পারিবারিক জীবন নিয়াই নয় নানাভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও শিষ্টাচার ভঙ্গ করিবার যে প্রয়াস চলিয়াছে তাহাকে কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া সমুচিন হইবে না। এই ধরনের শিষ্টাচার ভঙ্গের কারণেই মেধাবীরা রাজনীতির ধারেকাছেও ঘেঁষতে চাইছে না। ইহার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টির আশঙ্কা উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। রাজনৈতিক অঙ্গনে মেধাবীরা না আসিলে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে বাধার সৃষ্টি হইবে। সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়াই রাজনৈতিক নেতাদের উচিত এইসব শিষ্টাচার ভঙ্গ হইতে বিরত থাকিয়া ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে নিজেদের ইমেজকে উজ্জ্বল করা। অন্যথায় এরজন্য ভবিষ্যত প্রজন্মের জবাবদিহি করিতে হইবে।

বিজেপি নেতাদের গাড়িতে তল্লাশি-ভাঙচুর, গভীর রাতে উত্তপ্ত বারাসত

বারাসত, ১৪ মে (হি.স.) : দফায় দফায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে সোমবার গভীর রাতে উত্তপ্ত হল বারাসত। এদিন রাতে বিজেপি নেতা অরবিন্দ মেননের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ভিন রাজ্যে থেকে লোক ঢুকিয়ে এবং টাকা ছড়িয়ে ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন বারাসতের তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

জানা গিয়েছে, এদিন রাতে প্রসাদপুরে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তুহিন মণ্ডলের বাড়িতে বৈঠকে বসে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। ওই বৈঠকে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অরবিন্দ মেনন-সহ অন্য রাজ্যের প্রতিনিধিরাও। বৈঠকে শেষ করে ১০টি গাড়িতে করে ফিরছিলেন বিজেপি নেতারা। বারাসত পুরসভার কাছেই গাড়িগুলি আটকে চড়াও হয় তৃণমূলের লোকজন। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই গাড়িতে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও টাকা রয়েছে। পাঁচটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। পুলিশ গাড়িগুলিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাচক্রে সেই সময় অরবিন্দ মেনন জেলা বিজেপি নেতা তুহিন মণ্ডলের বাড়িতেই ছিলেন। ওই বাড়িতেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে গ্রিল, দরজা ভেঙে মেনন-সহ চার বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গভীর রাত পর্যন্ত তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ভাঙচুর হওয়া গাড়িগুলিও পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। পরে থানার মধ্যে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি বাধে। থানায় পৌঁছান বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁর অভিযোগ, "গুজরাট থেকে বিজেপি নেতারা এসে টাকা ছড়াচ্ছেন। গাড়ি করে অস্ত্র নিয়ে এসেছেন।" অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায় বলেন, "তল্লাশির নাম করে হয়রানির মুখে ফেলা হচ্ছে বিজেপি নেতাদের। তল্লাশিতে কোথাও টাকা উদ্ধার হয়নি।"এই ঘটনার পর বারাসত থানার আইসি, জেলার পুলিশ সুপারকে অবিলম্বে বদলের দাবি তুলেছে বিজেপি। অরবিন্দ মেননকে কড়া পুলিশি প্রহরায় গভীর রাতে বারাসত থানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে দোলতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিজেপি কর্মীরা তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যান। তবে এদিন রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারাসত শহরে দফায় দফায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছিল জটলা। এছাড়া সোমবার রাতে পাটুলিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় টামটার গাড়িতেও তল্লাশি চালায় কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টিম। সোমবার রাজ্যে প্রচারে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় টামটা। এদিন রাতে পাটুলির ঘোষপাড়া এলাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি প্রায় ৪০ মিনিট ধরে তল্লাশি করে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মন্ত্রীর কনভয়ে থাকা অন্য গাড়িগুলিতেও তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির পর মন্ত্রীর গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়।

ক্লে-কোর্টে জয় দিয়ে মরশুম শুরু সেরেনা উইলিয়ামস-র

রোম, ১৪ মে (হি.স.) : একতরফা জয় দিয়ে ক্লে-কোর্ট মরশুম শুরু করলেন সেরেনা উইলিয়ামস। ইতালিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে পরিচিত ছন্দে ধরা দিলেন ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সেরেনা। সুইডিশ কোয়ালিফায়ার রেবেকা পিটারসনকে কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে দেন মার্কিন তারকা।

গত মার্চে মায়ামি ওপেনে পিটারসনকে হারাতে তিন সেটের লড়াই চালাতে হয়েছিল সেরেনাকে। ইতালিয়ান ওপেনে ৬-৪, ৬-২ স্ট্রেট সেটে রেবেকাকে বিধ্বস্ত করেন উইলিয়ামস। যদিও ম্যাচের শুরুটা মনে রাখার মতো হয়নি সেরেনার। একসময় ১-৩ গেমে প্রথম সেটে পিছিয়ে ছিলেন তিনি। তারপর অবশ্য ছন্দ ফিরে রান তিনি। প্রথম সেটে আর একটি মাত্র গেম জেতার সুযোগ দেন প্রতিপক্ষকে। দ্বিতীয় সেটে রেবেকা কার্যত কোনও রকম প্রতিরোধ গড়তেই পারেননি।

গত মার্চে মায়ামি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের আগে হাঁটুর চোটের জন্য সরে দাঁড়ান সেরেনা। সেই থেকে আর কোর্টে নামেননি তিনি। ২০১৬ সালে শেষবার রোমে খেলতে নেমেছিলেন উইলিয়ামস। সেবার কেরিয়ারের চতুর্থ ইতালিয়ান ওপেনের খেতাব জিতেছিলেন তিনি।

সেরেনা অতি সহজেই প্রথম রাউন্ডের বাধা টকপালেও দিদি ভেনাসকে এলিস মার্টেন্সের প্রতিরোধ ভাঙতে হয় তিন সেটের লড়াইয়ে। শেষমেশ ৭-৫, ৩-৬, ৭-৬ (৭/৪) সেটে প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি টপকে যান সিনিয়র উইলিয়ামস।

কর্মসংস্থানে বিপর্যয় ছাড়াও মোদির আমলে ভুয়ো সংস্থায় স্তব্ধ দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি

ড. দেবনারায়ণ সরকার

উইলিয়াম শেক্সপিয়র তাঁর বিখ্যাত 'King Richard ২' নাটকে লিখেছিলেন, "আপনার দুঃখের ছায়াটি আপনর মুখের ছায়াটিকে ধ্বংস করেছে" "The shadow of your sorrow hath destroyed the shacdow fo your face" মোদির আমলে সরকার পক্ষ থেকে শত চেষ্টা করেও কোনও প্রকারেই দেশের অর্থনীতির দুঃখের ছায়াটিকে ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে প্রায় সমস্ত দিক থেকে দেশের অর্থনীতির করুণ চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় মোদি সরকারের মুখের ছায়াটিও কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে নির্বাচনের প্রায় শেষ লগ্নেও মোদির পক্ষ থেকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির চিত্রের বদলে ব্যক্তিগত স্তরে দোষারোপ ও মেকি দেশভক্তির ঢাকঢোল অতি উচ্চস্বরে পেটানো হচ্ছে। এটা ঘটনা যে একমাত্র মোদির আমলেই গত কয়েক বছরে সরকারি নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন পরিসংখ্যানমূলক প্রতিষ্ঠানের তথ্য সম্পর্কিত স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসমনূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপ তীব্রভাবে নেমে এসেছে। শ্রম দফতরের পরিসংখ্যান তেকে শুরু করে ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর কৃষকদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান, সিএসও'র (কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতরের) পরসিংখ্যান, এনএসএসও'র (ন্যাশনাল স্যাম্পেল লার্ভে অর্গানাইজেশনের) পরিসংখ্যান ইত্যাদি সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক তথ্য সম্পর্কিত তাদের স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপ একমাত্র মোদির আমল ব্যতীত স্বাধীন ভারতে ঘটেনি। সরকারই নিষেধাজ্ঞার ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের পরে শ্রম দফতরের পরিসংখ্যান ও কৃষকদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান প্রকাশ বন্দ করে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ১৯৫১ সালের ভারতে পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করার পর থেকে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি পরিমাপ করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হল 'সিএসও'। কিন্তু সিএসএ মোদির আমলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি মনমোহন সিং সরকারের দুটি সময়কালের থেকে কম হওয়ার তথ্য প্রকাশ করায় সিএসএকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। সারা বিশ্ব দেখেছে, কীভাবে মোদির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'নীতি আয়োগ' ভারতে সিএসও-র মতো বিশ্ববন্দিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্টানের তথ্যকে ধামাচাপা দিয়ে মোদির আমলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির জয়গানকে উচ্চশিখরে আনতে গিয়ে সারা বিশ্বের কাছে ভারত নিন্দিত হয়েছে। এটাও সর্বজনবিদিত যে মোদির এই অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্য সিএসও-র আধিকারিকরাও পদত্যাগ করেছেন।

এরপরও একটার পর আরেকটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অবৈধ হস্তক্ষেপের খাতা ক্রামাগত নেমে এসেছে। জানুয়ারি মাসের থেকে এনএসএসও-র প্রকাশিত কর্মসংস্থান নিয়ে পর্যায়ক্রমিক সমীক্ষা রিপোর্টের আংশিক সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর দেখা গিয়েছিল ২০১৭ সালের দেশে বেকারত্বের হার ১৯৭২-৭৩ সালের পরে অর্থাৎ গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশ। এমনকী যুবক-যুবতীদের বেকারত্বের হার শেষ পাঁচ বছরে তিনগুণ বেড়েছে। চরম ভয়াবহ বেকারত্বের মাত্রা একমাত্র মোদির আমলেই। অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি এটাকে ধামাচাপা দিতে তখনই একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল গত মার্চেই সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে। কিন্তু মার্চের পর প্রায় দু'মাস কেটে গেলেও অদ্যবধি সেই তথ্য প্রকাশ পায়নি। কিন্তু স্বনামধন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সিএমআইই ২০১৮-র ফেব্রুয়ারি ও ২০১৯ -এর ফেব্রুয়ারি যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেশে বেকারত্বের হার ক্রশ বাড়ছে। ২০১৮-তে বেকারত্বের হার ৭.২ শতাংশ। গত মাত্র এক বছরে এর কোটির বেশি মানুষ কাজ হারিয়েছে। প্রায় একই সিদ্ধান্তে এসেছে OXFAM এর সার্ভে ADR Surver এবং শেষোক্ত আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের CSE সার্ভে।

কিন্তু মোদির শেষ বেলায়ও পিছু ছাড়ছে না গত ৮ -মে-র এনএসএও-র সর্বশেষ রিপোর্ট যাকে বলা যায় 'ঈশ্বরের মার দুনিয়ার বার'। এই রিপোর্টটিতে দেশের জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) পরিসংখ্যানের গোড়ায় একটি বিশাল গলদের ছবি ধরা পড়ে। মোদি সরকার যে সংস্থার উপর ভিত্তি করে জিডিপির হিসাব কষেছিল বাস্তবে এক তৃতীয়াংশের বেসি সংস্থার কোনও খোঁজই মেলেনি।

মোদি সরকার দেশের জিডিপি নির্ণয়ের জন্য আগের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বদলে কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের তালিকাভুক্ত MCA ২১ ওয়েবসাইটে দাখিল করা বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করার নতুন নিয়ম শুরু করে। কিন্তু ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত করা সমীক্ষায় এনএসএসও দেখেছে উক্ত তালিকাভুক্ত সংস্থার ৩৬ শতাংশেরই বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই অথবা ওই সংস্থাগুলির ভ্রান্ত শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই 'ভুয়ো' সংস্থাগুলিকে যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে জিডিপি বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশ করা হয়েছে তা অনেকটাই কমে যাবে।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই মোদিরআমলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র আরও ফিকে হতে বাধ্য। শুধু পদ্ধতিগত ত্রুটিই নয়, মোদির শেষ সময়েও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অশনি সংকেত শুনিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

(সৌজন্যঃ স্টেটসম্যান)

বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনী মানেই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নয়

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ব্যাপক সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে রাজ্যে ভোট করানোর প্রথাটা শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোট থেকে। সেবারই প্রথম ৬০০-৭০০ কোম্পানি বাহিনী আনা হয়েছিল রাজ্যের বাইরে থেকে। বিধানসভা ভোটের সব খরচ যেহেতু বহন করতে হয় রাজ্য সরকারকে, মনে আছে সে মসয় রাজ্য সরকারের তরফে যছেষ্ট উষ্মা দেখানো হয়েছিল এত বাহিনী আনার যৌক্তিকতা নিয়ে। নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ নিয়ে আসে। যে রাজ্য থেকে পুলিশ নেওয়া হয়, আধা সমারিক বাহিনীকেও খরচ দিতে হয়। একমাস ধরে বাহিনীর চলাফেরা করার খরচ রয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কয়েকশো কোটি টাকার ধাক্কা রাজ্য সরকারের কোষাগারে সবসময় টানাটানি চলে। ফলে বিধানসভা ভোটের সময় বাহিনীর জন্য যদি আরও কয়েকশো বা খুশি হবে। কিন্তু ২০০৬-এর রাজ্যে বাইরে থেকে অত বাহিনী নিয়ে আসার পর নির্বাচন কমিসনের শ্লাঘা এটাই ছিল যে, সেবার প্রথম এমন একটা ভোট রাজ্য দেখেছিল যেখানে বোমা-গুলির শব্দ শুনতে হয়নি।

এটা ঠিক যে, লোকসভা ভোটের যাবতীয় খরচ বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। ভোটের জন্য রাজ্যে যে-বাহিনী অন্য রাজ্য তেকে আনা হচ্ছে তার সমস্ত খরচও মেটাবে কেন্দ্র। ২০১৪-তে লোকসভা ভোট পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হয়েছিল ৩৮৭০ কোটি টাকা। ভোটার পিছু ৪৫ টাকা। পাঁচ বছরে সব খরচ বেড়েছে, ফলে ভোট পরিচালনার খরচও নিঃসন্দেহে এবার ২-৩ গুণ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে কমিশনের এই খরচটা আরও একটু বেশিই বাড়ছে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমত, এই রাজ্যে সাত দফায় ভোট হচ্ছে। সেটা অবশ্য বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রতি দফায় যে পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হচ্ছে, তার ধারে-কাছে নেই বিহারর বা উত্তরপ্রদেশ। ষষ্ঠ দফায় কমিশন ৭৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে নামানোর কথা বলেছে। শেষ দফায় এটা হয়তো ৯০০ কোম্পানিতে পৌঁছে যেতে পারে। মানে ৮০ হাজারের উপর নিরাপত্তারক্ষী।সাড়ে পাঁচ সপ্তাহে ধরে ভোট চলছে রাজ্যে। আন্দাজ করতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে কী পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে রাজ্যে ভোটের বাহিনী রাখতে। রাজ্য সরকারর তো গরমের ছুটি দিয়ে দিল 'ফণী' আসার দিন থেকে, কিন্তু তার বহু আগে থেকেই অনেক জেলায় স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাহিনী রাখার জন্য। বাহিনীর জন্য এত অর্থব্যয় এবং হাজার হাজার পড়ুয়ার মূল্যবান সময় নষ্ট করার পর প্রাপ্তি কী, সেই প্রশ্ন তোলা কি অবান্তর?

সরকারের টাকা মানে জনগণের করের টাকা। ২০১৪-তে নির্বাচন কমিশন ভোট পরিচালনা করতে যে ৩৮৭০ কোটি টাকা খরচ করেছিল ,তা জনগণের করের টাকা ছিল। এবার সরকারের খরচ যদি ১০ হাজার কোটি ছাড়ায় তাহলেও সেটা জনগণের করের টাকা। ইতিমধ্যেই দিল্লির একটি সংস্থা সমীক্ষা করে দেখেছে ৯০ কোটি ভোটারের পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে ভোটে খরচ হচ্ছে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। সরকারি খরচ যদি ১০ হাজার কোটি টাকার আশাপাশে হয়, তাহলে ভোটের মোট খরচের ৮০ শতাংশই রাজনৈতিক দলগুলির।

মনে রাখা ভল, ঘুরপথে সেই টাকার উৎসও সেই জনগণের পকেটই। জনগণের পকেট কেটে পৃথিবীর সবচেয়ে ভড় গণতন্ত্রে এই উৎসব যদি সেই জনগণেরই রক্ত ঝরে, যদি সেই জনগণকেই শুনতে হয়—কে বলেছে ভোটদানের অধিকার আপনার সাংবিধানিক অধিকার---তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কিছু হয় না। এর দায় বহন করতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই।

রিগিং, বুথ দখলের রোগটার উৎস কিন্তু এই রাজ্য নয়। বিহারে ভোটের খবর করতে গিয়ে এক মসয় দুর্ধর্ষ ভোট-লুঠেরাদের গল্প শুনতাম। নদীর চর দিয়ে ঘোড়ায় করে এসে এরা বুথ দখল করত। এই লুঠেরা বাহিনী ছিল উঁচু জাতের। নীচু জাতের মানুষের ভোটাধিকার ছিল না। একই ছবি ছিল উত্তরপ্রদেশের। হরিয়ানায় ভোট লুঠ করত জাঠদের বাহুবলীরা। গোবলয়ে মণ্ডল কমিশনের রাজনীতির ডায়নামিক্স উঁচু জাতের বাহিনীর ভোট-লুঠের বাস্তবতাটা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। বিহারের অবাধ ভোটের কৃতিত্ব অনেকে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণকে দেন। জ্যোতি বসু যাঁকে হামেশাই 'মেগালোম্যানিয়াক' বলতেন। ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার জন্য শেষণের কিছু পদক্ষেপ ভোলার নয়। শেষণের আগে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার কথা সেভাবে বোঝাই যেত না। শেষণ সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, কঠোর নির্বাচনী আচরণবিধি, কয়েক দফায় ভোট ইত্যাদি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছা বাড়াতে প্রথম উদ্যোগী হলেও, গোবলয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের বদলেরও এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে বামেরা বরাবর '৭২ সালের কংগ্রেসি জমানার রিগিংয়ের কথা বলে গেলেও, ৩৪ বছর ধরে বোট-দুর্নীতি নিয়ে রাম নেতাদের মনোভাব প্রকাশ পায়। দলে কোনও আদর্শবান তরুণ এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেই বাম নেতারা ধমকক দিয়ে সেই প্রতিবাদের স্বরকে চুপ করিয়ে দিতেন। বলতেন, 'বুর্জোয়ারা ভোটে আমাদের বিরুদ্ধে যে যে অস্ত্র প্রয়োগ করে আমাদেরও সেসব অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে'। এইভাবেই ৩৪ বছর ধরে বাম নেতারা রাজ্যজুড়ে ভোট-জালিয়াতির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। ভোটার তালিকায় ভুয়া নাম ঢুকিয়ে যে জালিয়াতির সূত্রপাত। সারা বছর এই প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবন চলত। দলের অন্দরে এর পোশাকি নাম ছিল 'টকনিক্যাল ভোর্টিং'। লোকে বলত 'সায়েন্টিফিক রিগিং'। সেই সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় ভোট-লুঠেরা। সমাজতাত্ত্বিকদের লেখায় এরা কখনও কখনও চিহ্নিত হয়েছে। 'ভোট ম্যানিপুলেটর' হিসাবে।

৩৪ বছরের 'বাম লিগ্যাসি' থেকে আমরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি ঠিকই। এত অল্প সময়ে বোধহয় দীর্ঘদিনের একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুরোপুরি বদল আনাও সম্ভব নয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে আরও সক্রিয়তা জরুরি ছিল না? এত দফায় ভোট করে, এত কোম্পানি বাহিনী নামিয়ে, জনগণের করের টাকা এত পরিমাণে খরচ করেও কেন পুরোপুরি 'শান্তিপূর্ণ ভোট' বাংলায় সম্ভব হল না, সেই প্রশ্ন আজ উঠছে সব মহলে। এখনও একদফা ভোট বাকি রাজ্যে। কিন্তু এর মধ্যে গুলি বোমা রক্তপাত এমনকী মৃত্য কিছুই এড়ানো যায়নি। অবশ্যই অশান্তির চেহারা সার্বিক নয়। একেবারেই বিক্ষিপ্ত। কিন্তু সেটুকুই বা ঘটবে কেন? ভোটের দিন যে যার ভোট বুথে গিয়ে দিয়ে আসবে। যেটা অন্য দেশে, অন্য রাজ্যে হয়। এখানেই একমাত্র শোনা যায় 'রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ভোট করাচ্ছে', 'ভোট ওয়ান ডে খেলা' ইত্যাদি ইত্যাদি। কেন এটা হবে? রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাজ তো প্রচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'শেষ' হয়ে যাওয়ার কথা। ভোটের দিন তো তারাও একেকজন সাধারণ ভোটার। যেরকমটা নিরাপত্তা পাওয়া বড় বড় নেতার ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভোট দিয়ে তাঁরা শুধু ক্যামেরার সামনে পোজ দেন। নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করলেই ভোটের দিন রাস্তায় দলীয় কর্মীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু কমিশনের কিছু উদ্ভাবনী নির্দেশিকা। প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করে আরও কিছু পদক্ষেপ। সরকারের খরচ বাড়িয়ে শুধু গন্ডায় গন্ডায় বাহিনী আনলেই সমস্যার সমধান হবে না। ভোটের পরীক্ষায় প্রকৃত অর্থে উত্তীর্ণ হতে কশিমকে আরও মনোযাগী হতে হবে।

(সৌজন্যঃপ্রতিদিন)

সোমবার রাতে সোনামুড়া সীতান্তে প্রচুর ইয়াবা টেবলেট আটক করে বিএসএফ। ছবি- নিজস্ব।

চিকিৎসা শেষে খালেদা জিয়াকে কেরানীগঞ্জে নতুন কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হবে

ঢাকা, ১৪ মে (হি.স.) : কারাবন্দী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে কেরানীগঞ্জে নতুন কেন্দ্রীয় কারাগারে সরিয়ে নেওয়া হবে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, কেরানীগঞ্জের কারাগারের ভেতরে স্থাপিত বিশেষ আদালতে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর বিচার চলবে। এর আগে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এ নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন জারি করে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি নবনির্মিত ভবনকে অস্থায়ী আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিট্যাবল ট্রাস্ট মামলায় দন্ডাদেশ পাওয়া বিএনপি প্রধান এখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অবশ্য আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, খালেদা জিয়াকে কেরানীগঞ্জে কারাগারে স্থানান্তরের বিষয়টি চিকিৎসকদের ছাড়পত্রের ওপর নির্ভর করছে। খালেদা জিয়াকে কবে নাগাদ কেরানীগঞ্জ কারাগারে স্থানান্তর করা হতে পারে ? এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তার যখন বলবেন যে, তাঁর চিকিৎসা সম্পন্ন হয়ে গেছে, তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। আইনমন্ত্রী আরও বলেন, খালেদা জিয়ার সবগুলি মামলা বিশেষ আদালতে ছিল। খালেদা জিয়া দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে থেকেই কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে বিশেষ আদালত স্থানান্তর করে তাঁর বিচার কাজ চলছিল। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার যেহেতু কেরানীগঞ্জে চলে গেছে সেজন্য সেখানে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৩০টির বেশি মামলা রয়েছে।হাসপাতাল থেকে কারাগারে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলে খালেদা জিয়ার কি কোন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ? এমন আর এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, আমরা তো এমন কোন কথা বলি নি যে কালকেই নিয়ে যাব, কালকেই বিচার শুরু হবে।ডাক্তাররা যতক্ষণ পর্যন্ত ছাড়পত্র না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমরা বলি নি যে তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে।ডাক্তারদের ছাড়পত্রের ওপরই খালেদা জিয়ার স্থানান্তর নির্ভর করছে।

সাংবাদিকরা খালেদা জিয়াকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার বিশেষ কোন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ হোক বা না হোক, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইনা। ঝুঁকিপূর্ণ এমন কোন তথ্যাদিও আমাদের কাছে নাই। কিন্তু আমরা সব ব্যাপারেই সিকিউরিটি কনসার্ন। তিনি বলেন, ঝুঁকি তৈরি হতে পারে এরকম কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন সরকার হতে চায় না। সরকার যে জুডিশিয়ারি স্থাপন করছে সেখানে একটি বিধান রাখা হচ্ছে যাতে হাই সিকিউরিটি কারাবন্দীরা কারাগার থেকে সাক্ষ্য দিতে পারে। সে কারণে কেরানীগঞ্জে কারাগারের ভেতরে আদালত স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন , ঢাকা শহরের ভেতরে বর্তমানে কোন কেন্দ্রীয় কারাগার নেই। যেহেতু কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে সেজন্য খালেদা জিয়াকেও সেখানে স্থানান্তর করা হবে। খালেদা জিয়া একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। ওনাকে স্থানান্তর করার জন্য আগেও একটা বিশেষ আদালত ছিল জেলখানার কাছে।

রোড-শো এ শহরে অমিত শাহ

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স) : ভোট প্রচারে মঙ্গলবার শহরে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজার শুরু থেকেই দিকে দিকে ভোট প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রার্থীরাঊ পথে নামতে বাদ যাননি তামাম নেতা মন্ত্রীরাওঊ ইতিমধ্যেই ভোট প্রচারের জন্য কলকাতায় সোমবার সভা সেরেছেন অমিত জীঊ কলকাতায় সভা করে গেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ এবার সেই তাগিদেই এদিন শহর ভ্রমন করতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিঊ

এদিন বিকালে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে একটি কলকাতায় একটি রোড-শো এর আয়োজন করা হয়ঊ এই রোড-শোতেই উপস্থিত হন অমিত শাহ। এদিন এই মিছিল শুরু হওয়ার কথা বিকেল ৪ টে ৪১ থেকেঊ ধর্মতলার শহীদ মিনার থেকে শুরু হয় মিছিল, শেষ হবে মানিকতলার সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে।

এদিনের মিছিলে অমিত শাহর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা, বিজেপির অন্যতম নেতা মুকুল রায়, বিজেপির মহিলা মোর্চা সমিতির সভাপতি লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ রাজ্য বিজেপির সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্ব ঊ এদিন মিছিল এগোবে কে সি দাস মোড়ে থেকে লেনিন সরণী হয়ে, ওয়েলিংটন মোড় থেকে বাঁদিকে বৌবাজার, কলেজ স্ট্রিট, বিধান সরণী হয়ে রোড শো পৌঁছে যাবে মানিকতলার সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে।

মৃণাল সেনের জন্মদিনে টুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন প্রসেনজি

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : আজ ১৪ মে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেনের ৯৬ তম জন্মদিনঊ প্রয়াত মৃণাল সেনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে টুইটারে টুইট করে শ্রদ্ধা জানালেন প্রসেনজিৎ চট্টপাধ্যায়ঊ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে সিনেমাজগতের মায়া ত্যাগ করে মারা যান বিশ্ববিখ্যাত এই পরিচালক। আজ তাঁর ৯৬ তম জন্মবার্ষিকী।মৃণাল সেনের ৯৬ তম জন্মবার্ষিকীতে অভিনেতা প্রসেনজিৎ শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করে ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'আজ বিশ্ববিখ্যাত চিত্রপরিচালক মৃণাল সেনের ৯৬ তম জন্মবার্ষিকী। বাংলা চলচ্চিত্রের এই কিংবদন্তিকে স্মরণ করে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম'ঊকলকাতা ফিল্ম স্টুডিওতে অডিও টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেন মৃণাল সেন। সেটি ছিল তাঁর সঙ্গে সিনেমার প্রথম যোগসূত্র। তারপরই বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ পায় মৃণাল সেনকে। প্রথম ছবি মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। ছবির নাম ''রাতভোর''। উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন সেই ছবিতে। পরের ছবি ''নীল আকাশের নীচে'' কলকাতায় তাঁকে যথেষ্ট সাফল্য এনে দেয়। তবে যে ছবির হাত ধরে মৃণাল সেনের উত্থান, তা হল ''বাইশে শ্রাবণ'', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন। ছবিটি আন্তর্জাতিক দরবারে দরজা খুলে দেয় মৃণাল সেনকে। ছবিটি জাতীয় পুরস্কারও এনে দেয় তাঁকে।

জয় শ্রীরাম শ্লোগান তোলায় হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে সরব গ্রামবাসী

দুর্গাপুর, ১৪ মে(হি.স.): আবার উত্তপ্ত পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা। হরিনাম ধুলোটে জয় শ্রীরাম শ্লোগান তোলায় হামলা, বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা জনরোষে উত্তপ্ত গোটা গ্রাম। পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর তৃণমূলের কার্যালয়ে। সোমবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার আকোন্দারা গ্রামে। ঘটনায় দুপক্ষের আহত হয়েছে ৮ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল র‍্যাপ, কমব্যাট ফোর্স। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

ঘটনায় জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে কাঁকসার আকোন্দারা গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন চলছিল। সোমবার ছিল শেষদিন অর্থাৎ ধুলোট। ওই সময় গ্রামের কয়েকজন যুবক জয় শ্রীরাম জয় ধ্বনি তোলে। আর তাতেই আপত্তি তোলে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযোগ জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলায় জনা চারেকের বাড়িতে ঢুকে তান্ডব চালায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। মারধর করে ওই যুবকদের। আক্রান্ত মনসা হাজরা জানান,' রাত্রে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তৃণমূলের লোকজন। রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ী মারধর করে। ধারল হাতিয়ার দিয়ে কোপায়। মারের হাত থেকে রেয়াত দেয়নি আমার স্ত্রী ও ছোটো ছেলেমেয়েদের।' একই রকম ভাবে দুর্লভ ঘোষ, বারু হাজরার বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা গ্রাম। পাল্টা জনরোষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

স্থানীয় বিজেপিকর্মী ভগীরথ ঘোষ অভিযোগে বলেন, ' তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান পিযুষ মুখোপাধ্যায়ের ও জাহারুল মিদ্যা ওরফে কাঙ্গলার নেতৃত্বে গোটা ঘটনাটি ঘটেছে। তারপর সত্য ঘটনাকে আড়াল করতে ইভটিজিংয়ের তত্ত্ব খাঁড়া করছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।' এদিকে পাল্টা জনরোষে চড়াও হয় পঞ্চায়েত প্রধান পিযুষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করে। বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পিযুষবাবু অবশ্য বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে জানান,'হরিনামের আসরে একটি কিশোরীকে ইভটিজিং করে কয়েকজন যুবক। সেখান থেকেই সুত্রপাত। তারপর বিজেপিকর্মীরা বহিরাগত লোক নিয়ে আমার বাড়ীতে হামলা চালায়। মারধর করে আমার কাকা ও ভাইকে। মা- বাবাকে ঠেলে ফেলে দেয়।' তাতেই উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। শুরু হয় তৃণমূল- বিজেপি সংঘর্ষ। ঘটনায় দুপক্ষের ৮ জন আহত হয়। তাদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশবাহীনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। গ্রামে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। গোটা গ্রামে চাপা ক্ষোভ। প্রশ্ন, নির্বাচনের পর হঠাৎ করে কেন ক্ষোভ? কে এই জাহারুল ওরফে কাঙ্গলা?

জানা গেছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামে সিংহভাগ মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি বলে অভিযোগ। তাতেই চাপা ক্ষোভে ফুঁসছিল। পাশাপাশি প্রভাব বেড়ে উঠছিল বিজেপির। তার ওপর গত ডিসেম্বর মাসে মলানদীঘি অঞ্চলে মিটিং সেরে ফেরার পথে সন্দীপ ঘোষ নামে এক বিজেপিকর্মী খুন হয়। তাতে অভিযোগ দায়ের হয় তৃণমূলের সদস্য শেখ সইফুল, জাহরুল মিদ্যা ওরফে কাঙ্গলা, পঞ্চায়েত প্রধান পিযুষ মুখোপাধ্যায়ের নামে। ঘটনায় জাহারুল গ্রেফতারও হয়। কিন্তু পরে জামিনে ছাড়া পায় সে। আর তারপর আরও বেপরওয়া হয়ে ওঠে। আকোন্দারা গ্রামের রুইদাস ও হাজরা পাড়ার শম্পা বাগদী, শ্যামল বাগদী, রীতা হাজরা, লাল্টু হাজরা প্রমুখ জানান,' ভোটের আগে হুমকি দিয়েছিল কাঙ্গলা। ২৩ মের পর রাস্তার ওপর চলতে দেবে না সে। তার দাবী রাস্তাটা তৃণমূল তৈরী করেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে চাপা দিয়ে চলে যাবে। সপ্তাহখানেক আগে পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ীর কেন্দ্রের সামনে নলকুপে পাথর ঢুকিয়ে খারাপ করে দিয়েছে। গোটা পাড়ায় জলের আকাল। দুর থেকে জল আনতে হয়। এককথায় কাঙ্গলার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। চরম আতঙ্কে। তাই সুবিচার চাইছি।' তবে গ্রামের প্রবীন তৃণমূল কর্মী তথা কাঁকসা ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুত চট্টোপাধ্যায় যাকে কেবুদা নামে পরিচিত। আক্ষেপের সঙ্গে তিনি জানান,'৫২ বছরের রাজনীতিতে এই প্রথম এধরনের ঘটনা। ইভটিজিংয়ের ঘটনা আলোচনায় মিটিয়ে দেব বলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে কেন এরকম হলে বুঝতে পারছি না। দলের জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি, গ্রামে শান্তি ফিরে আসুক।' যদিও পুলিশ জানিয়েছে,' পরিস্থিতি স্বাভাবিক। গ্রামে পুলিশ মোতায়ন রয়েছে।'

মোদীজীর নেতৃত্বে গতবারের তুলনায় বেশি সংখ্যক আসন পাবে এনডিএ, প্রত্যয়ী আর কে সিনহা

সাসারাম (বিহার), ১৪ মে (হি.স.): পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদীঊ এছাড়াও মোদীজীর নেতৃত্ব গতবারের তুলনায় বেশি সংখ্যক আসন পাবে এনডিএঊ মঙ্গলবার এমনই দাবি করলেন বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ নির্বাচনী জনসভা করতে মঙ্গলবারই সাসারাম আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সাসারাম-এ প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদীইঊ মোদীজীর নেতৃত্বে গতবারের তুলনায় বেশি সংখ্যক আসন পাবে এনডিএঊ'

আর কে সিনহা আরও বলেছেন, 'উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীর ছাড়া গোটা দেশেই, কেরল থেকে উত্তরাখণ্ড পর্যন্ত প্রচারের জন্য গিয়েছিলাম আমিঊ সমগ্র দেশে বিজেপির পক্ষেই ঢেউ বইছেঊ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দরিদ্রদের মানুষদেরও আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়েছেঊ ২৩ মে সন্ধ্যায় ভোটের ফলাফল আসার পরই, মোদীজীর নেতৃত্ব গতবারের তুলনায় বেশি সংখ্যক আসন পাবে এনডিএঊ' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার প্রাক্কালে এদিন কুরাইচ-এ অবস্থিত মহাবীর মন্দির বিশেষ পূজার্চনা ও আরতি করেন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান আর কে সিনহাঊ পাশাপাশি ভগবান চিত্রগুপ্তের দর্শন করেছেন আর কে সিনহাঊ প্রসঙ্গত, সাসারাম-এ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভার জন্য বিগত দু'দিন ধরে কর্মী শিবির করেছেন আর কে সিনহা।

স্কুলগৃহ নির্মাণের টাকা আত্মসাৎ, করিমগঞ্জে গ্রেফতার প্রধানশিক্ষক-সহ তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : সরকারি অর্থ তছরুপের দায়ে করিমগঞ্জে গ্রেফতার হয়েছেন এক প্রধানশিক্ষক-সহ শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভানেত্রীর স্বামী। মঙ্গলবার রাতে তাদের নিজের নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।জানা গেছে, করিমগঞ্জ জেলা সদরের পার্শবর্তী ৪৮১ নম্বর সাতকরাগুল এলপি স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের তহবিল থেকে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। প্রধানশিক্ষক আব্দুল ওয়াহব, বিভাগীয় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অনুপম রায় এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভানেত্রীর স্বামী আব্দুল হাই-রা স্কুলগৃহের কাজ সম্পূর্ণ না করে টাকা আত্মসাত করেছেন। এ-ব্যাপারে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক জনৈক আফতার উদ্দিন এই তিনজনকে অভিযুক্ত করে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ একটি এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে টানা প্রায় তিন মাসের তদন্তে পুলিশের হাতে আসে উপযুক্ত প্রমাণ।

ওই সব প্রমাণ-সাপেক্ষে গতকাল রাতে অভিযুক্ত তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ মঙ্গলবার প্রধানশিক্ষক আব্দুল ওয়াহব, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অনুপম রায় এবং আব্দুল হাইকে করিমগঞ্জের মুখ্য বিচাবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারপতি তিনজনকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন।

বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর রোড শো-তে নয়া জটিলতা

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার মধ্য কলকাতায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর রোড শো ঘিরে নয়া জটিলতা। শহিদ মিনার থেকে রোড শো শুরু করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। ধর্মতলা রোড থেকে রোড শো শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।রোড শো শেষ হওয়ার স্থান নিয়েও রয়েছে বিধিনিষেধ। সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত রোড শো করার কর্মসূচি ছিল বিজেপির। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তাতেও অনুমতি দেয়নি। রোড শো শেষ করতে হবে বিবেকানন্দ ব্রুসিংয়েই। মেট্রো চ্যানেল থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত অমিত শাহের রোড শো-র অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন।আর এই ঘটনার পর অমিত শাহর রোড শো-তে হোর্ডিং সরানোকে কেন্দ্র করে ধর্মতলায় উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকারি জায়গা থেকে হোর্ডিং সরিয়ে দেয় পুলিশ। তা নিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়।উল্লেখ্য, সোমবার বারুইপুরের অমিত শাহের সভা বাতিলের পর ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে একাধিক অভিযোগও করেছেন অমিত শাহ। এরপর তাঁর রোড শো। তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে নয়া জটিলতা। জটিলতার মেঘ কাটাতে হস্তক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন।

কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র ধরণা শুরু

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : বিজেপি নেতা-কর্মীদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে কলকাতায় ধরণা শুরু করলেন কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। মঙ্গলবার দুপুরে ধর্মতলায় দলের সমাবেশে এই ধরনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার কলকাতায় দুটি স্থানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় টামটা এবং ডায়মন্ডহারবারের ছয়ের পাতায়

কমল হাসানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): নাথুরাম গডসেকে স্বাধীন ভারতের প্রথম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' বলে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন অভিনেতা তথা রাজনীতিক কমল হাসানঊ মক্কল নিধি মাইয়াম-এর প্রেসিডেন্ট কমল হাসানের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপিঊ এবার কমল হাসানের বিরুদ্ধে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে দায়ের হল একটি ফৌজদারী মামলাঊ হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগে কমল হাসানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১২ মে (রবিবার) রাতে তামিলনাড়ুর আরাভাকুরিচিতে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কমল হাসান বলেছেন, 'স্বাধীন ভারতের প্রথম সন্ত্রাসবাদী একজন হিন্দুঊ তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম ছয়ের পাতায়

পথসভা নিয়ে দফায় দফায় প্রশাসনের সাথে বচসা বিজেপির

কলকাতা,১৪ মে(হি.স.): ভোটের আগে আবার বিজেপির সাথে বচসায় জড়াল প্রশাসনঊ শেষ দফা ভোটের আগে মঙ্গলবার মহা মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। এদিন মিছিল হওয়ার কথা ছিল শহিদ মিনার থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্তঊ মিছিলে অংশগ্রহণ করতে শহিদ মঞ্চে এসে পড়েন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা। তারপর হঠাতই প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় মেট্রো চ্যানেল থেকে শুরু করতে হবে এই মিছিল। এই নিয়েই গোল বাধে বিজেপি ও প্রশাসনের মধ্যেঊএদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জানান, '"মমতাজির কথাতেই পুলিশ এই সভা আটকানোর চেষ্টা করছে। আমাদের কাছে এই মিছিল করার সব রকমের ছাড়পত্র রয়েছে"ঊ অন্যদিকে মঙ্গলবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিজেপির মঞ্চ তৈরি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। প্রশাসন বিজেপির হোর্ডিং খুলে ফেলেছে বলে অভিযোগ জানান কৈলাশবাবুঊ আবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় নিয়ম বহির্ভূত ভাবে তি করা হয়েছিল মঞ্চঊ এছাড়াও পুলিশের তরফ থেকে ছয়ের পাতায়

সপ্তম দফার ভোট উৎসব দেখতে কলকাতায় আসছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : দুর্গাপুজো থেকে খ্রিস্টমাস কলকাতায় বিদেশীদের আগমন লেগেই থাকে ঊ তবে, এবার সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ দেখতে কাঁটাতারের বাধা সরিয়ে কলকাতায় আসতে চলেছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা । তাদের ভোট উৎসব দেখানোর ব্যবস্থা করতে চলেছে খোদ নির্বাচন কমিশন ।

আগামী রবিবার ১৯ মে শেষ দফার ভোট ঊ শেষ দফার ভোট দেখতে এ রাজ্যে আসছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা । ওই দিন সারা দিন ঘুরে ঘুরে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ভোট প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন তারা । বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের ভোট দেখানোর ব্যবস্থা করবে সিইও দফতর । বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক গণ্ডগোলের জেরে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু ভোট প্রক্রিয়ার আয়োজন করার জন্যই এদেশের ভোট পর্ব খুঁটিয়ে দেখতে চায় বাংলাদেশ সরকার । হাতে কলমে ভারতের ভোট প্রক্রিয়া দেখার পর নিজেদের দেশে তা পর্যালোচনা করে সেই মতো ভবিষ্যতে ব্যবস্থা নেবে বাংলাদেশ । কীভাবে আয়োজন করা হয় এত বড় কর্মযজ্ঞের, সেই সমস্তই খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন ওই প্রতিনিধিরা । এর আগে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ইচ্ছের কথা জানিয়ে আবেদন করেছিল বাংলাদেশ সরকার । তবে, এবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সেই আবেদনে সাড়া দেয় ।

সালিশি সভায় গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে মার তৃণমূল নেতার

হুগলী, ১৪ মে (হি. স.) : পারিবারিক অশান্তির জেরে তৃণমূল নেতার ডাকা সালিশি সভায় গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে মারার অভিযোগ উঠল নেতারই বিরুদ্ধে । অত্যন্ত ঘৃন্যতম ঘটনাটি ঘটেছে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া থানার কোন্নগর কানাইপুর রায়পাড়ায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গৃহবধূর শ্বশুর বৌমাকে দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি শ্লীলতাহানিরও করেছিল বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে সরব হতেই বাকি পরিবারের সদস্যের সাথে মাঝে মধ্যেই অশান্তিতে জরিয়ে পরতো ওই গৃহবধূ।

দীর্ঘদিন এই অশান্তির দরুন এবার আসরে নামে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা কোন্নগর পুরসভার কর্মী সনৎ কর।সোমবার সন্ধ্যায় এলাকরই একটি বাড়ির সামনে ওই সালিশি সভা ডাকেন তিনি। এদিকে গৃহবধূ ও তার স্বামীকে এই সভার কথা আগে থেকে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। আচমকা তাদের ডাকা হয় বলে জানায় ওই গৃহবধূ। সভার মাঝেই শুরু হয় বচসা। অভিযোগ এরপরই সনৎ রায় ওই মহিলা ও তাঁর স্বামীকে বেধরক মারধর করে। এতেই থেমে ছিলোনা সনৎবাবু। অভিযোগ এরপর ওই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারা হয়। এদিন রাত থেকে শারিরিক ও মানসিকভাবে বিদ্ধস্ত ওই দম্পতি উত্তর পাড়া স্টেট হেনারেল হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। এরপর কানাইপুর বিট হাউসে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। যদিও এদিন সনতের সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। তাই তার কোন প্রতিক্রিয়াও মেলেনি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনা মানবজাতির প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লা—িং প্রযুরদ্ধকক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড্গাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিমু বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো

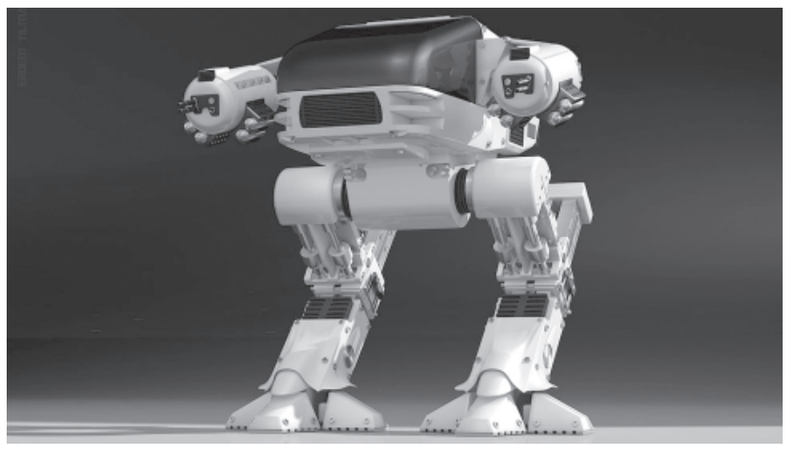

দখল করে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম বুদ্ধি ম ত্তা ভি ত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে কোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যে ব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেষ কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম বুদিমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল পাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের ঝজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।' আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা ১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে

পুত্র না কন্যা সন্তান চাই? নির্ধারণ করবে দম্পতি নিজেই!

ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিপতি সৃস্টিকর্তা। পৃথিবীর শেষ সময়ে এসেও মানুষ স্রষ্টার এ ইচ্ছাতে নিজের কোনোরকম মতামতও দিতে পারেনি।

তবে গর্ভস্থ সন্তান ছেএল কি মেয়ে তা আল্টাসোনিক শব্দ তরঙ্গে মাধ্যমে জেনে নিতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু যদি মা বাবা নিজেরাই নির্ধাণ করে নেন যে তাদের পুত্র না কন্যা সন্তান চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনটাইদাবি করছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। একেবারে নিশ্চিত হবার তেমন কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পারলেও ব্রিটিশ গবেষকগণ একটি প্রাকৃতিক কৌশল বাতলে দিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে।

ভ্রুন বিজ্ঞান বলে, এক্স ক্রোমোোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারাডিম্ব নিষিক্ত হবার কারণে সন্তান মেয়ে হয় আর ওয়াই ক্রোমোজোর কারণে ডিম্প নিষিক্ত হলে সন্তান ছেলে হয়। প্রতিবেদনটি মূলত এই বিষয়টাকেই সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলনের সময়ের ওপরে নির্ভর করেছে।'

বিজ্ঞানীরা

বলেন, মৃতদেহে ওভিউলেশন বা ডিম্পপাত প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে ও পিতৃদেহের স্পার্ম বা শুক্রাণু কীভাবে একে প্রভাবিত করে সেটাই ঠিক করে দিবে আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে হবে।

সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণালম ফলাফল হচ্ছে প্রতি মসে পাঁচ দিনের একটি সময়সীমায় মাতৃ দেহের ডিম্বাপাত ঘটে। এ ডিম্বপাতের তিন দিন আগে থেকে শুরু করে একদিন পর পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে। এভাবে জেনে নেয়া যেতে পারে নারীর গর্ভধারণের সম্ভাব্য সময়। এবার প্রয়োজন শুধু এ সময়ের মাতৃ দেহের এক্স ক্রোমোজোমটি পুরুষ দেহের ইয়াই দ্বারা নিষিদ্ধ হবে নাকি এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করা।

বিজ্ঞান বলে, ইয়াই শুক্রাণু তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট, কিন্তু বেশ দ্রুতগামী। তারা খুব বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। এদিকে এক্স শুক্রাণু বেশ বড় এবং ধীরগতির, কিন্তু তারা ওয়াই এর তুলনায় দীর্ঘজীবি। এবার সন্তান হিসেবে ছেলে চাইলে ওয়াই যাতে খুব দ্রুত ডিম্বের কাছাকাছি যেতে পারে এর জন্য মাতৃ দেহের যেদিন ডিম্বপাত হচ্ছে সেদিনেই মিলিত হওয়াটা জরুরি। না হলে শুক্রানুটি আর তেমন কার্যকরী থাকবে না।

আবার দম্পত্তি যদি কন্যা সন্তান চান তবে ডিম্বপাতের দুই থেকে তিন দিন আগে মিলিত হতে হবে। এতেডিম্বপাত হবার আগেই সব ওয়াই শুক্রাণু মারা যাবে, ফলে সন্তান ছেলে হবার সম্ভাবনা কমে যাবে অনেকটাই।

বেঁচে থাকবে শুধু মাত্র এক্স শুক্রাণুগুলি। ফলে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা শুধুই একটা চালাকি মাত্র। এটা কোনো আবিষ্কার নয়। তারা আরও বলেন, প্রতিবেদনটি কোনোভাবেই ইচ্ছাধীনভাবে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যে নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ তত্ব।

দেশে মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথঢ় প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্দিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশর স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নুতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টে ক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা।

যে খাবার গুলি ক্যান্সার ডেকে আনতে পারে

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করেক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্জি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই। তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু। ২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের।

এই রকম ব্যথাকে ভুলেও অবহেলা করবে না!

আমাদের শরীরের নানা জায়গায় মাঝে মধ্যেই টুকটাক ব্যথা হয়। কখনও কম, কখনও বেশি এ সম ব্যথাকে আমরা অধিকাংশ সময়েই তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এ সব ব্যথাই হতে পারে অনেক বড় কোনও সমস্যার পাথমিক লক্ষণ যা ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়তে পারে! তাই এ সব ব্যথাকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইজেনে নেয়া উচিত, কোন কোন ধরনের ব্যথাকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। জেনে নিন তেমন কিছু শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে যেগুলো অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়।

আপনার দাঁত ব্যথার মাত্রা যদি এতোটাই

বৃদ্ধি পায় যে, মাঝ রাতে গভীর ঘুমেও দাঁত ব্যথার কারণে ভেঙে যায়, তাহলে আপনা দ্রুত দাঁতের ডাক্তার দেখনো উচিত। দাঁতের ছিদ্রেরমাধ্যমে ইনপেকশন মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে এই ধরনের দাঁত ব্যথা হতে পারে আপনার।

হঠাৎ করে যদি মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মাথার ব্যথায় দৃষ্টিশক্তি ঘোলাতে হতে শুরুকরে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করা একেবারেই উচিত হবে না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কোন আঘাত, টিউমার ইত্যাদির কারণে মাথায় এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যথা হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

মঙ্গলবার মঙ্গলচন্ডি পুজার্চনা চলে রাজবাড়িতে। ছবি- নিজস্ব।

ভোট শেষ হতেই সিআইডির তলব ভারতীকে

কলকাতা, ১৪ মে(হি.স.): ভোট মিটতে না মিটতেই জেরার মুখে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা ঘাটালের লোকসভা ভোটের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ উ মঙ্গলবার সকালে ভবানী ভবনে সিআইডি জেরার মুখে পড়তে হয় তাঁকেউ তবে কী কারণে প্রাক্তন ওই আইপিএস অফিসারকে তলব করা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি গোয়েন্দা কর্তারা। ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ভারতীর বয়ান রেকর্ড করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে ৪৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেন এক ফল ব্যবসায়ী উ যার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে সিআইডি।

আজকের তলব সেই কারণে হতে পারে বলেও জানাচ্ছে সূত্রউ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল ২০১৬ সালে এক ফল ব্যবসায়ী তাঁর দাদার হাত দিয়ে ঝাড়গ্রামের কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে ৪৫ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে ছিলেন। সেই সময় খড়্গপুরে গাড়ি দুর্ঘটনা হওয়ায় টহলরত পুলিশকর্মীরা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যান এবং গাড়ি ও টাকা বাজেয়াপ্ত করেনউ সেই সময় পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন ভারতী ঘোষ। এরপর ভারতীদেবীর সাথে যোগাযোগ করেন ওই ফল ব্যবসায়ী। অভিযোগ, ৪৫ লক্ষ টাকার উত জানতে চেয়ে তদন্তের নামে টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি অন্যান্য মামলায় তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।এরপরেই ২০১৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ওই ফল ব্যবসায়ী। পরে তিনি সেই মামলা প্রত্যাহারও করে নিয়েছিলেন। তিনি তখন জানিয়েছিলেন, মামলা করার পর ২০ লক্ষ টাকা ফেরত পেয়েছেন উ তবে মামলা প্রত্যাহার করা হলে, বাকি টাকাও ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে আর টাকা পাওয়া যায়নি।ওই ব্যবসায়ী এত দিন পর আবার মামলা করায়, ভারতী ঘোষের ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছেন, সিআইডি-র চাপে মামলা হয়েছে। তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। এই ধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গেই তিনি যুক্ত নন।

জাতপাতের নাম করে কোনও দিন ভোট চাইনি, সপা-বিএসপিকে ঠেস প্রধানমন্ত্রীর

বালিয়া, ১৪ মে (হি.স.): জাতপাতের নাম করে কোনও দিন ভোট চাইনি। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার নির্বাচনী জনসভায় সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এবং বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতীকে কটাক্ষ করে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের আগে সপা-বিএসপি জোটকে চূড়ান্ত কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাভেজালরা আমার জাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পিসি-ভাইপো (মায়াবতী-অখিলেশ) যতদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে থেকেছেন তাঁর থেকেও বেশি সময় ধরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। বহুবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।

এমনকি অন্য প্রার্থীদের হয়েও বহু প্রচার করেছি। কিন্তু, কোনওদিন নিজের জাতকে ব্যবহার করে সমর্থন চায়নি। আমাদের লক্ষ্য ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দুর্নীতি প্রসঙ্গে সপা-বিএসপিকে ঠেস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজেদের দুর্নীতিকে আড়াল এবং পরিবারের যে সদস্যরা দুর্নীতিতে লিপ্ত তাদের বাঁচানোর লক্ষ্যে একে অন্যের হাত ধরেছে এই দুই দলউ সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে সপা-বিএসপি-কে ঠেস দিয়ে তিনি বলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ারস্ট্রাইক চালিয়ে জঙ্গিদের যোগ্য জবাব দেওয়া গিয়েছে। কিন্তু, বিরোধী দলগুলি ক্ষমতায় আসার জন্য জঙ্গিদের আস্কারা দিয়ে চলেছে।

সপা এবং বিএসপি উত্তরপ্রদেশের গলির গুণ্ডাদের দমন করতে পারে না। ফলে তারা সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে পারবে না। সপা-বিএসপি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল সেই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের জনগণকে লুঠ করে ধনী হওয়ার স্বপ্ন কোনওদিন দেখিনি আমি।

বিরোধী দলগুলি অবৈধ ভাবে বাংলো তৈরি করেছে। ক্ষমতায় এসে বেনামি সম্পত্তি গড়ে তুলেছে। ফলে এদের প্রকৃত মানসিক কি তা বোঝা যায়। বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন করে তিনি বলেন, 'আমার শৈশবে যে দারিদ্রতার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। তা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে না হতে হয়। তাই দেশকে উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য।

সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের আগেই ফের কলকাতায় উদ্ধার জালনোট,গ্রেফতার দুই

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.): ফের কলকাতায় উদ্ধার জালনোট। সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের আগেই ফের ধরা পড়ল দুই জালনোট পাচারকারী। আজ মঙ্গলবার ভোরে শহিদ মিনার চত্বর থেকে দুই লক্ষ টাকার জালনোট-সহ ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ।পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতরা দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। তাদের নাম মণি গোবিন্দম ও ভেলু মালাপ্পন। দুজনেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা।

ধৃতদের জেরা করে এই পাচারচক্রের পাণ্ডাদের হদিস পাওয়া যাবে বলেই মনে করছে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ। পুলিশ সূত্রের খবর, শহরে জালনোট পাচারকারীদের উপস্থিতির কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। তারপরই দ্রুত ছকে ফেলা হয় অভিযানের নকশা। গোপন খবরের ভিত্তিতে ময়দান থানার অন্তর্গত শহিদ মিনার লাগোয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল এসটিএফ। হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই পাচারকারী। তাদের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকার টাকার জালনোট উদ্ধার করা হয়।

উল্লেখ্য, তৃতীয় দফার ভোটের আগেও শহরে উদ্ধার করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ জালনোট। সাহাবুল শেখ নামের এক পাচারকারী থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের জালনোট। এর আগে ধর্মতলা, এন্টালি-সহ একাধিক জায়গা থেকে জালনোট পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে কারও কাছ থেকে মিলেছে জালনোট আবারও কারও কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা। ভোটের আগে বারবার জালনোট উদ্ধারের ঘটনায় চিন্তিত প্রশাসন।

ছত্তিশগড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

দান্তেওয়াড়া, ১৪ মে (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের তুমনার গ্রামের কাছে মঙ্গলবার সকালে একটি বাইককে ধাক্কা মারে দ্রুত গতিতে আসা ট্রাক। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহীর। পাশাপাশি গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক বাইক আরোহী। আহত যুবককে গীদম স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু তার আঘাত গুরুতর জখম হওয়ায় তাকে দান্তেওয়াড়া হাসপাতালে রেফার করা হয়।জানা গেছে, এদিন সকালে মহম্মদ আফতাব ও মিরাজুল হোসেন বাইকে করে বীজপুরের দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে এসে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহম্মদ আফতবের। গুরুতর জখম হন মিরাজুল হোসেন। তিনি

ছয়ের পাতায়

আরও সস্তা পেট্রোল-ডিজেল, ভোটের বাজারে স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): দিন দিন ক্রমশই সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল। বিশ্ব বাজারে তেল সস্তা হওয়ার জেরে পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই। মঙ্গলবার ফের সস্তা হল পেট্রোল-ডিজেল। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটি-সহ দেশের সমস্ত শহরে সস্তা হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.২৫ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.২৫ পয়সা (কলকাতা), ০.২৫ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে ০.২৫ পয়সা। পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.১২ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.১২ পয়সা (কলকাতা), ০.১৩ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম কমেছে ০.১৩ পয়সাউ মঙ্গলবার নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে, ৭১.১৮ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, ০.২৫ পয়সা কমার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৭৩.২৫, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে ৭৬.৭৯ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৭৩.৮৮।

পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে, ৬৫.৮৬ (নয়াদিল্লি), ৬৭.৬১ (কলকাতা), ৬৯.০০ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে ৬৯.৬১ টাকা।

প্রসঙ্গত, জ্বালানি তেলের দর লাগাতার কমতে থাকায় রীতিমতো স্বস্তিতে আমজনতা।

২০১৪-র তুলনায় এবার বেশি আসন পাবে বিজেপি দাবি রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের থেকেও বেশি আসন এবার বিজেপি পাবে। মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে দলের সদর কার্যালয়ে বসে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের আগে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজনাথ সিং বলেন, ২০০৪ এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার বেশি আসন পাবে বিজেপি। এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পেতে চলেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের যে আশা-আকাঙ্খা তৈরি হয়েছিল, তা এখন দৃঢ় আস্থায় পরিণত হয়েছে। বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়াটা অসম্ভব নয় আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে দেশের আর্থিক উন্নতির কথা উল্লেখ করে রাজনাথ সিং বলেন, গত পাঁচ বছরে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কোনও প্রকার অভিযোগ ওঠেনি। এমনকি চলতি লোকসভা নির্বাচনেও কোনও রাজনৈতিক দল বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েনি। দেশের আর্থিক উন্নতি যে হয়েছে এর থেকে তাই প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দু সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে কটাক্ষ রাজনাথ সিং বলেন, সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। কংগ্রেসের এমন ধরণের মন্তব্যের ফলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই দুর্বল হয়ে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং বলেন, স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রেমন রাজনৈতিক হিংসার কোনও স্থান নেই। দুর্ভাগ্যবশত ধারাবাহিক ভাবে রাজনৈতিক হিংসা পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিংসার রুখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে ব্যাবসায়ীকে নৃশংসভাবে খুন

পালঘর, ১৪ মে (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় এক ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে হত্যা করল দুষ্কৃতিরা। মঙ্গলবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় এক ব্যাবসায়ীকে প্রথমে দুষ্কৃতিরা অপহরণ করে। তারপর তাঁকে খুন করে একটি জঙ্গলে তার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নৃশংস এই ঘটনায় পুলিশ তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও একজন মহিলাকে আটক করা হয়। পুলিশের মুখপাত্র হেমন্ত কাটকার সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, পুলিশের অনুমান এই খুনটি করা হয়েছে মূলত পেশাগত শত্রুতার কারণে।ব্যবসায়ীর নাম আরিফ সাহিক। তিনি থানে জেলার মীরা রোডের বাসিন্দা। তিনি যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী ছিলেন এছাড়াও তাঁর পালঘরে একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার তিনি যখন অটো-রিক্সো করে তাঁর ফ্যাক্টরির

ছয়ের পাতায়

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে পুঁথি ডিজিটাইজ প্রকল্প

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় মাপের তথ্য সংরক্ষণের (ডিজিটাইজ) কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ২৪ হাজার প্রাচীন পুঁথি এবং পাণ্ডুলিপিকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের বাহ্যিক রূপকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন কর্তৃপক্ষ। প্রেসিডেন্সি এবং কলকাতার পর ভোল পাল্টাতে লেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়েরও। সেখানে ডিজিটাইজশনের এই কাজ করছে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ওয়েবেল। ইতিমধ্যেই ২২ হাজার পাণ্ডুলিপির ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য মেওয়ারি, তিব্বতি পাণ্ডুলিপি এবং পুঁথিও রয়েছে। এর পরেই লাইব্রেরির বিশাল পুস্তক সম্ভারকে ডিজিটাইজ করার কাজে হাত দেওয়া হবে। ভোল পাল্টানোর চেয়েও বলা ভালো, আগের রূপে ফিরতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ্যিক চেহারা। সূত্রের খবর, জবরদখল হয়ে থাকা জায়গাকে পুরনো রূপ দেওয়ার কাজ যে সমস্যার, তা মাথায় রেখেই কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা করছে। কাউকে উচ্ছেদ না করেই যাতে প্রাচীন রূপে সংস্কৃত কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেরানো যায়, সেই চেষ্টা চলছে।

উপাচার্য পলা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হেরিটেজ কমিশনের পরামর্শে পূর্ত দফতর এই কাজ করবে। কমিশনের স্থপতি এসে ক্যাম্পাস ঘুরে গিয়েছেন। পূর্ত দফতরের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠক হয়ে গিয়েছে। এখন যে দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হয়, সেটা আসলে পিছনের দিক। আর সদর গেট ছিল বর্তমান কলেজ স্কোয়ারের দিকে। কলেজ স্কোয়ার তৈরির পর সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে ক্যান্টিন, ক্লাব তৈরি হয়েছে। কাউকে জীবিকাচ্যুত না করে পূর্বতন কলেজের সেই চেহারাই পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

উপাচার্যের কথায়, "সরকারও এ ব্যাপারে আগ্রহী। সেটাই আমাদের ভরসা জোগাচ্ছে। কী কী রয়েছে নতুন পরিকল্পনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাসের ভিতরেই ক্যান্টিন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। শৌচালয়ের মানোন্নয়ন এবং সংখ্যাবৃদ্ধি, অগ্নিসুরক্ষার মানোন্নয়নে একটি ভুগর্ভস্থ জলাধার তৈরি প্রভৃতি পরিকল্পনায় রয়েছে কর্তৃপক্ষের। এর পাশাপাশি সবুজায়নও করা হবে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়নের পর বহু বিতর্ক হয়েছিল। প্রাক্তনীরা অভিযোগ তুলেছিলেন, ঐতিহ্য ধ্বংস করে প্রেসিডেন্সিতে 'কসমেটিক চেঞ্জ' আনা হয়েছে। কাটা গিয়েছে প্রাচীন গাছ। পুরনো গেট ভাঙা হয়েছে। একটি ফোয়ারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন মহলের আপত্তিতে তা অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই এসব ব্যাপারে সাবধানী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উপাচার্য বলেন, ঐতিহ্যকে সঙ্কটে ফেলে কোনও উন্নয়ন হবে না। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা জোর-জবরদস্তিতে বিশ্বাসী নই। কিছু শিক্ষক সংগঠনের অফিস রয়েছে। তাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা চলছে। আরও ক্লাসকক্ষ প্রয়োজন। জায়গাও খুব সীমিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক বলেন, একটি ছোট গাছও কাটা হবে না। যেখানে ক্যান্টিন তৈরির কথাবার্তা চলছে, সেখানে একটি কাঁঠাল গাছ রয়েছে। সেটাকে রেখেই তার চারপাশে শেড দিয়ে তৈরি হবে ক্যান্টিন। গাছটির চারপাশ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে বসতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদটিকে রক্ষা করার জন্য একটি হাল্কা ছাউনি তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষ চুক্তিবলে মার্কিন মুলুকেও যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন চারজন ছাত্রছাত্রী। টেক্সাস উইমেনস ইউনিভার্সিটিতে তাঁরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। পুরো খরচই সেই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে। তবে, এই চার পড়ুয়াকে এখনও বাছাই করা হয়নি বলেই উপাচার্য জানিয়েছেন।

কাশি আমার কাছে অনুপ্রেরণা, আবেগপ্রবণ ভিডিও বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরউ উত্তর প্রদেশের বারাণসী লোকসভা আসনে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও ওজনদার প্রার্থী নেইউ ফলে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রীর পুনরায় জয় একপ্রকার নিশ্চিত। আগামী ১৯ মে লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় বারাণসীতে ভোটগ্রহণ হবেউ তার আগে বারাণসীর জনতার উদ্দেশ্যে আবেদপ্রবণ বার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বারাণসীর জনতার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা, 'কাশি আমার কাছে শুধুমাত্র দু'টি অক্ষর নয়, আমার অনুপ্রেরণাউ কাশি উন্নয়নের নতুন পথে অগ্রসরউ'কাশির তাতর্য এবং অসমাপ্ত বহু কাজ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিগত পাঁচ বছরে, কাশির জন্য আমরা বহু কাজ করেছিউ কিন্তু, অনেক কাজ এখনও বাকি রয়েছেউ আমাদের একসঙ্গে সেই কাজ করতে হবেউ উন্নয়নের এই গতি যাতে থেমে না যায় সেই ব্রত নিতে হবে আমাদেরউ' ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'গণতন্ত্রের বৃহত্তম উতবে প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ আবশ্যকউ ভোটদানে উতাহ প্রদান করা উচিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দেরও।

ভোটের দিন সমগ্র দেশবাসীর নজর থাকবে কাশির দিকেইউ গোটা দেশ যেহেতু কাশির দিকে তাঁকিয়ে রয়েছে, তাই এবার নতুন রেকর্ড তৈরি করা উচিত কাশিরউ গোটা দেশের রেকর্ড যেন ভেঙে যায়উ' নিজেকে কাশির বাসিন্দা আখ্যা দিয়ে ভিডিও বার্তার শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'হর হর মহাদেব', 'হর হর গঙ্গা।

পুলিশ আধিকারিক এর অশ্লীল ভাষার প্রতিবাদে পথ অবরোধ আইনজীবিদের

বসিরহাট, ১৪ মে(হি,স): মঙ্গলবার দুপুরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে আইনজীবীদের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে বসিরহাট। আন্দোলনে নেমে ইটিন্ডা রোড অবরোধ করেন আইনজীবীরা। বসিরহাট পুলিশ জেলার ডিএসপি ট্রাফিক আনন্দজিৎ হোড় এর বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন আইনজীবীরা। হাওড়া আদালতে আইনজীবীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে গত ২১ দিন ধরে রাজ্যের বেশ কয়েকটি আদালতের সঙ্গে কর্মবিরতি পালন করছেন বসিরহাট মহকুমা আদালতের আইনজীবীরাও। যার ফলে বন্ধ বসিরহাট মহকুমা আদালতের কাজকর্ম। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলায় বসিরহাট মহকুমা আদালত থেকে গোপনে জামিন দেওয়া হচ্ছে বলে জানতে পারেন আইনজীবীরা। যার মধ্যে চারটি মামলার জামিনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তদারকি শুরু করেন আইনজীবীরা। মামলার সার্টিফাইড কপি তোলার নিয়ে আইনজীবী ও মহকুমা আদালতের টানাপোড়েনের মধ্যেই মঙ্গলবার আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেন বলে অভিযোগ ওঠে বসিরহাট পুলিশ জেলার ডিএসপি ট্রাফিক আনন্দজিৎ হোড়ের বিরুদ্ধে। আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের প্রতিবাদে ওই আধিকারিককে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলে মঙ্গলবার আন্দোলন শুরু করেন আইনজীবীরা। ঘটনাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গেলে আধিকারিক এর গাড়ি ঘিরে আন্দোলনের ফলে প্রায় আধা ঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বসিরহাট কোর্ট সংলগ্ন ইটিন্ডা রোড। ঘটনার বিষয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতের ক্রিমিনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অর্পণ হালদার বলেন, ' আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যেই পুলিশ আধিকারিক আনন্দজিৎ হোড় অশ্লীল ভাষা বলার প্রতিবাদ করতেই আমাদের আন্দোলন'। দীর্ঘক্ষণ পরে পুলিশ আধিকারিক এর হয়ে বসিরহাট থানার আইসি ক্ষমা চাইলে আন্দোলন তুলে নেন আইনজীবীরা।ণ

বৃষ্টির মধ্যেই দুঃসংবাদ, কলকাতায় বাড়ির একাংশ ভেঙে বৃদ্ধার মৃত্যু

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.): গত কয়েকদিনের তীব্র দাবদাহের পর সোমবার রাতে বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টিতে ভিজেছে তিলোত্তমাউ ঝড় -বৃষ্টিতে সামান্য স্বস্তি মিললেও, প্রবল বর্ষণে কলকাতার হরিদেবপুর থানা এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি বাড়ির একাংশউ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজন বৃদ্ধারউ মৃতের নাম হল-মণিবালা চট্টোপাধ্যায় (৭০)উ সোমবার দুপুর পর্যন্ত গরমে কাহিল হয়ে পড়েছিল তিলোত্তমাউ এরপর সোমবার রাতে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতায়। মূল মহানগর ছাড়াও সল্টলেক, গড়িয়া, দমদম, বিরাটি সর্বত্রই ঝড় বৃষ্টি হয়উ রাতে অনেকেই স্বস্তিতে ঘুমিয়েছেন।

কিন্তু, হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত কাজির চক এলাকার চট্টোপাধ্যায় পরিবারে নেমে এল শোকের ছায়াউ গভীর রাতে কাজির চক এলাকায় একতলা টালির ছাদ ওয়ালা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েউ সেই সময় ঘরের ভিতরে ঘুমিয়েছিলেন বছর ৭০-এর বৃদ্ধা মণিবালা চট্টোপাধ্যায়উ খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল বিভাগউ ধ্বংসস্তূপ থেকে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ কিন্তু, মারাত্মক আঘাত এবং রক্তক্ষরণের ফলে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। এমতাবস্থায় আগামী ২৪ ঘন্টা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাল আবহাওয়া দফতরউ তবে, দিনের বেলা আর্দতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে কলকাতা-সহ সংলগ্ন জেলাগুলিতেউ আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় আগামী ২৪ ঘন্টা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচনে দশভূজা : মালা নিশ্চিত জয়ের মালা পড়বেন তিনিই

কলখকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : রাজনীতিতে সবই সম্ভব। এক সময় অজিত পাঁজার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মালা রায়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে চিড় ধরে। তৃণমূলে থাকার সুবাদে মালাদেবীর স্বামীনির্বেদ রায় তমলুক থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু মালা-নির্বেদ কংগ্রেসে ফিরে যান। টিভি-র বিভিন্ন চ্যানেলে আলোচনাসভায় দিনের পর দিন নির্বেদবাবুর মূল কাজ ছিল তৃণমূল-বিরোধিতা করা।

২০১৪-র লোকসভা ভোটে কলকাতা দক্ষিণে কংগ্রেস প্রার্থী হন মালা দেবী। ফল হয় শোচনীয় চতুর্থ স্থান পান। এক বছর না ঘুরতেই এপ্রিল মাসে কলকাতার পুরভোটের আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে নতুন করে যোগ দেন মালা-নির্বেদ। টালিগঞ্জ ও রাসবিহারীর মাঝামাঝি ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার মালা রায়। তৃণমূলের টিকিটে এই ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন তিনি। ২০১০-এর তৃণমূল পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি '১৫-র পুরভোটে পরাজিত হন। মর্যাদার এই পদে মালা রায়কে বসান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের জন্যই তাঁকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে কলকাতা পুরবোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ উপহার দেওয়া হয়।

তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কেন্দ্র কলকাতা দক্ষিণ। তার উপর এই কেন্দ্র থেকে তিনি ছ-'বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হওয়ার বিশ্বস্ত সৈনিক দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির হাতে দিয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার ভার। এবার মালা রায়ের উপর আস্থা রেখেছেন তিনি।

মালা রায় নিজে এই গুরু দায়িত্ব পেয়ে আপ্লুত। তিনি বলেছেন, "আমি জানতামই না। টিভি-তে দেখে জেনেছিলাম দিদি আমার নাম ঘোষণা করেছেন কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে।" কেন্দ্রটি সবসময় চ্যালেঞ্জিং। মালা রায়ের কথায়, "আমি কখনও বিরোধীদের খাটো করে দেখি না, এবারও দেখি নি। দিদির আস্থার মর্যাদা দেওয়াই আমার লক্ষ্য।" এটা এমন একটা কেন্দ্র যে, এই দক্ষিণ কলকাতা থেকে ৬ বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সুব্রত বক্সি উপনির্বাচনে জিতে সাংসদ হন। ২০১৪ সালেও তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। কিন্তু দলের রাজ্য সভাপতি, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সংগঠনের কাজ তাঁকে একা হাতে সামলাতে হয়। তাই তিনি এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন এই কেন্দ্র থেকে সাংসদ পদে অন্য নাম ভাবতে। সেইমতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্র থেকে মালা রায়ের নাম বেছে নেন। তৃণমূলের ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকায় ছত্রে ছত্রে চমক ছিল। ছিল গ্ল্যামারের ছটা। সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় কলকাতা দক্ষিণের চমক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেন মালা রায়কে।

তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়ের সম্পত্তির যে হিসেব পেশ করেছেন নির্বাচন কমিশনে, সেখানে তাঁর ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রোজগার ছিল মোট ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ টাকা। তাঁর স্বামী নির্বেদ রায়ের রোজগার ওই অর্থবর্ষে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৪০ টাকা। মালাদেবীর স্থাবর সম্পত্তি বলতে ৩৮ লক্ষ টাকার একটি ফ্ল্যাট, যা আবার তাঁর ও তাঁর স্বামীর যৌথ মালিকানায় আছে। আলাদা করে তাঁর স্বামীর একটি ফ্ল্যাট আছে, যার বাজারদর ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন মালাদেবী। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি আছে প্রায় ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার, যার মধ্যে একটি গাড়ি আছে ১০ লক্ষ টাকার কিছু বেশি মূল্যের। মালা রায়ের স্বামীর হাতে আছে প্রায় ৩৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকার অস্থাবর সম্পত্তি। জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত মালা রায়। তাঁর নিজের কথায়, "এর মূল কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরসভার উন্নয়নের ছোঁয়া পড়েছে সর্বত্র। এই লোকসভা কেন্দ্রের ৬৯টি পুরওয়ার্ডই আমাদের হাতের তালুর মত চেনা।

মমতার ছবি বিতর্ক : শর্তসাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন বিজেপির তরুণী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাউ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিতর্কে লিখিতভাবে ক্ষমা চাওয়ার পরই প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্টউ সর্বোচ্চ আদালতে শর্তসাপেক্ষে মেয়ে জামিন পাওয়ার পর খুশি ব্যক্ত করেছেন প্রিয়াঙ্কার মা রাজকুমারী শর্মাউ রাজকুমারীদেবী জানিয়েছেন, 'আমি কতটা খুশি হয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারব নাউ মেয়ে ফিরে আসুক এই অপেক্ষায় আছিউ' মঙ্গলবার শর্তসাপেক্ষে জামিন পাওয়ার পরই মুক্তি দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরুণী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তা পোস্ট করার অভিযোগে গত শুক্রবার গ্রেফতার করা হয় বিজেপির তরুণী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাকেউ এরপর প্রিয়াঙ্কাকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারকউ প্রিয়াঙ্কা শর্মা নামে ওই তরুণী হাওড়ায় বিজেপির মহিলা মোর্চার আহ্বায়কউ জামিনের আবেদন জানিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রিয়াঙ্কা শর্মাউ প্রিয়াঙ্কার আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় শুনানিউ প্রিয়াঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী এন কে কৌলউ তিনি সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানান, 'প্রিয়াঙ্কাকে জামিন প্রদান করা হোকউ' এরপর সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'আমরা জামিন প্রদান করতেই পারি, তবে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবেউ' শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পরই প্রিয়াঙ্কা লিখিতভাবে ক্ষমা চান, তখনই বিজেপির তরুণী নেত্রী শর্তসাপেক্ষে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্টউ এদিন প্রিয়াঙ্কা জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরই তাঁর মা রাজকুমারী শর্মা জানিয়েছেন, 'আমি ভীষণ খুশিউ' যদিও, প্রিয়াঙ্কার মায়ের বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাংক : ৯৪০৬৬৩২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৬৬৫৫ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৩০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৬৪৬৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৯৮৭৪১৬৮৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৮৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৬৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শ্বরবাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৬৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৫৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৯৮৭৪৫৭১৯১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৩৬৬৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৬৫০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৯৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৪৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪৫, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৬৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩২-৩৬৫০, ২৩৭৪৬৩৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১১০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৮৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্মু-র রামবানে চিতাবাঘ আতঙ্ক, রহস্যজনক মৃত্যু ১৫টি ভেড়া ও ছাগলের

জম্মু, ১৪ মে (হি.স.): জম্মু রিজিওন-এর রামবান জেলায় চিতাবাঘ আতঙ্কউ সোমবার গভীর রাতে রামবান জেলার চান্দ্রেরকুট এলাকায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল ১৫টি ভেড়া ও ছাগলেরউ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ১৫টি ভেড়া ও ছাগলেরউ মঙ্গলবার সকালে চান্দ্রেরকুট এলাকায় অবস্থিত গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫টি পশুর মৃতদেহ। ওই গোয়ালঘরের মালিক হলেন চান্দেরকুট এলাকার বাসিন্দা তাযুব হুসেন এবং আব্দুল রশিদউ তাযুব এবং আব্দুল জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ে হিংস্র জন্তুউ রাতের অন্ধকারে ১৫টি ভেড়া ও ছাগলকে মেরে ফেলেছে ওই হিংস্র জন্তুউ এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পশুর কোনও খোঁজ মিলছে নাউ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, চিতাবাঘের হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে ১৫টি ভেড়া ও ছাগলেরউ এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন রামবান জেলার চান্দেরকুট এলাকার বাসিন্দারা।

রামবান জেলায় ফের ভূমিধস, আবারও অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১৪ মে (হি.স.): ভূস্বর্গের মানুষদের মূল ধমনী, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক আবারও অবরুদ্ধ হয়ে পড়লউ জম্মু রিজিওনের রামবান জেলায় ডিগডোল এলাকায় ভূমিধসের কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কউ জাতীয় সড়কের এসএসপি জিতেন্দর সিং জোহার জানিয়েছেন, রামবান জেলার ডিগডোল এলাকায় ভূমিধসের কারণে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক।

নরেন্দ্র মোদী

আটের পাতার পর

দেশের সুরক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা করতে তৎপর হয়ে উঠেছে এরা। এনডিএ সরকার দেশের এজেন্সি এবং বীর সন্তানদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে তা দেশের ভেতর এবং বাইরে সাফাইয়ের কাজ চলছে।

সপ্তম তথা শেষ দফায় ভোটগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ২১ শতাব্দীতে ভারতের উন্নয়নের ধারা কোনও পথে যাবে তা ঠিক করে দেবে চলতি নির্বাচন। বিগত পাঁচ বছর দ্রুত গতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থেকেছে। বিগত পাঁচ বছরে আমাদের সরকার যা করেছে, এর আগে কোনও সরকার তা করে দেখাতে পারেনি।

মামলা দায়ের

তিনের পাতার পর

গডসে। তাঁকে দিয়েই (সন্ত্রাসবাদ) শুরু হয়েছিলউ' বিতর্কের এই মন্তব্যের অভিযোগে কমল হাসানের বিরুদ্ধে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে দায়ের হল ফৌজদারী মামলা।

বচসা বিজেপির

তিনের পাতার পর

বলা হয় মিছিলের অনুমতি থাকলেও রাস্তার ধারে কোনওরকম মঞ্চ তৈরির ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি বিজেপিকে। এরপরেই "যা করার আপনি করতে পারেন" বলে পুলিশকে হুমকি দেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক।

ধরণা শুরু

তিনের পাতার পর

বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায়ের গাড়ি তল্লাশির নামে পুলিশ আটকে রাখে। দীর্ঘ সময় ওই দুই নেতাকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও, গতকাল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন বারুইপুরে বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহর সমাবেশে সরকারি অনুমতি না পাওয়ায় বাতিল করে দিতে হয়। বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নির্বাচনী পোস্টার ব্যানার প্রভৃতি খুলে ফেলা হচ্ছে অথবা ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। দলীয় নেতাকর্মীদের ক্রমাগত হেনস্থা ও হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। গোটা বিষয়টি তুলে ধরতেই তারা ছাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের কাছে জানিয়েছে।

বাইক আরোহী

পাচের পাতার পর

এখন দাস্তেওয়াড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ট্রাকের চালক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নৃশংসভাবে খুন

পাচের পাতার পর

দিকে রওনা দেন তখন কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁকে অপহরণ করে। তারপর তাঁকে খুন করে ওই দুষ্কৃতিরা। পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে।

দুষ্কৃতীরা তারপর দাহানু এলাকায় একটি জঙ্গলে গিয়ে আরিফ সাহিক-র দেহকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়। সোমবার পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে একজন ব্যবসায়ী প্রশান্ত শাঁনখে, তার ভাই সন্দেব শাঁনখে এবং তাদের কর্মী প্রশান্ত মহাজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের দাবি, ব্যবসায়ী প্রশান্ত শাঁনখে ব্যাবসায়িক শত্রুতার কারণে আরিফ সাহিককে হত্যা করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২(খুন), ৩৬৩ (অপহরণ), এবং ২০১ (অপরাধের তথ্যপ্রমাণ লোপাট) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ভোট দেওয়ার আনন্দে দিন গুনছেন পাভলভের ৫৪ আবাসিক

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : কলকাতার পাভলভ হাসপাতালের ক্যান্টিনে ওঁদের কেউ পরোটা-আলুর দম বিক্রি করেন। কেউ হাসপাতালের জামাকাপড় ধুয়ে রোজগার করছেন। সকলেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠা আবাসিক। কেউ পা দিয়েছেন ষাটের কোঠায়। কেউ আবার সদ্য আঠেরোর চৌকাঠ পেরিয়েছেন। দিন গুনছেন ওঁরাউ লোকসভা নির্বাচনে ১৯ মে কলকাতা উত্তর কেন্দ্র থেকে ভোট দেবেন ওঁরাউ

কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের নির্বাচন আধিকারিক দিব্যেন্দু সরকার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এবার আমরা নানা ভাবে ভোটদাতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলাম উ খুব ভাল লাগছে এন্টালির ভোটার হিসেবে ওঁরা দিতে পারবেন।" পাভলভ হাসপাতালের ৫৪ নতুন ভোটারের ৩২ জন পুরুষ, ২২ জন মহিলাউ বেনিয়াপুকুরের বামন পাড়া বাজার কমিউনিটি হলে ভোট দেবেন ওঁরাউ গোটা বিষয়টির সূত্রপাত ২০১৮ সালে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গত বছর নির্বাচন কমিশনের অফিসে যোগাযোগ করে। তার পরেই পাভলভ চত্বরে থাকা পঞ্চাশ জন আবাসিক নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন জানান। প্রত্যেকেই আবেদনপত্রে সঙ্গে সুস্থ হয়ে ওঠার শংসাপত্র জমা দেন। ওদের কেউ রাগ করে ট্রেনে চেপে এখানে এসে মানসিক হাসপাতালে ঠিকানা হয়েছে। বাড়ির লোক নেয়নি। কেউ যেতে হয়েছে এই হাসপাতালেউ কাউকে বা সুস্থ হওয়ার পরও বাড়ির লোক ফিরিয়ে নেয়নি।

আবেদনপত্রে সকলেরই ঠিকানা, ১৮ নম্বর গোবরা রোড। অর্থাৎ, পাভলভ হাসপাতাল। কারণ, সুস্থ হয়েও ওঁদের বাড়ি ফেরা হয়নি। মনোরোগীর তকমাই রয়ে গিয়েছে নামের সঙ্গে। ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়েছিল ঠিকানা। ওঁদের নিজস্ব বাড়ি নেই। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, ভোটার কার্ডে ঠিকানা থাকতেই হবে। সমাধানসূত্র হিসেবে পাভলভের সুপার গণেশ প্রসাদ প্রত্যেক আবেদনকারীর হয়ে কমিশনে চিঠি পাঠান। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও কেন ওঁরা হাসপাতাল চত্বরে আছেন, তা-ও ব্যাখ্যা করেন।

এর ভিত্তিতেই ভোটের অধিকার পেয়েছেন তাঁরা। মিলেছে জন্ম ও সুস্থতার প্রমাণপত্র। হাসপাতালের সুপার জানান, 'যে হেতু আমরাই ওঁদের অভিভাবক, তাই আমাদের হাসপাতালের ঠিকানাতেই ওঁরা থাকেন এমন মর্মে শংসাপত্র দিয়েছি। সঙ্গে আনুমানিক বয়সের হিসেব এবং তাঁরা যে সুস্থ, সে শংসাপত্রও আমরা দিয়েছি।'এই ভোটারদের প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও সময় মানসিক সমস্যা ছিল। কারও পরিবার আদালতের নির্দেশে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়েই দায়িত্ব সেরেছে। তার পর আর খোঁজ নেই। দীর্ঘ চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন তাঁরা। তবে ফিরে যেতে পারেননি। এখন তাঁদের ঠিকানা কেয়ার অফ মানসিক হাসপাতাল। এ বছর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জীবন কাটানো সব মানুষই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করেই প্রায় ৩০০ রোগীর ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে এক বছর আগে উদ্যোগী হয় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অঞ্জলি'। সংস্থার প্রধান রত্নাবলী রায়ের কথায়, "ভাল লাগছে, ভোটার কার্ডের ঠিকানায় পাভলভের নাম নেই। এটা হয়তো সামাজিক ছুৎমার্গ কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে ওঁদের সাহায্য করবে। গণতন্ত্র তখনই সফল হয়, যখন প্রান্তিক মানুষেরাও নিজেদের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার সুযোগ পান।" এর আগে ভোটার কার্ড পেয়েছিলেন কাশির মানসিক রোগী-আবাসের ১৩ জন। এ বার সেই পথে হেঁটেছে পাভলভ। ২৯ জানুয়ারি ৫০ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১৬ জনের ভোটার কার্ড পৌঁছে যায় ১৮ নম্বর গোবরা রোডে। বাকিদের কার্ডও ফেব্রুয়ারির মধ্যে পৌঁছে যায় বলে কমিশন সূত্রে খবর। গণেশবাবু বলেন, "সরকারি নীতিতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ কিছুই থাকে না।

যাত্রী

● প্রথম পাতার পর

নির্খোঁজ ডায়েরি করেছি। পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া থানায়ও একটি ডায়েরি করেছি।

ধৃত

● প্রথম পাতার পর

ছাড়াও অন্য আরেকটি মামলায় পুলিশ তার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে।

কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। আগামীকাল ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট আবেদনটি পেশ করা হবে বলে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বিবৃতিতে জানিয়েছে।

সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

স্থলে হাজির হয়েছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকেরাও। অমিত শাহ যাতে কলেজ স্ট্রিটে প্রবেশ করতে না পারেন, তার জন্য বড় ব্যানার দিয়ে রাস্তার এক পাশ ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। পরিস্থিতির মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে বিজেপির সভাপতি অমিত শাহের রোড শো কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটের সামনে আসতেই তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে তুলকালাম বেধে যায় কলেজ স্ট্রিটে। মিছিলে থাকা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে টিএমসিপি সদস্যদের হাতাহাতি বেঁধে যায়। বিজেপি-র ওই জনজোয়ার আর তৃণমূল ছাত্রপরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষ থামাতে নাজেহাল হতে হল পুলিশকে। চলল ইট ও জলের বোতল ছোড়াছুড়ি। আহত হলেন দুই টিএমসিপি কর্মী। এরপর এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছল বিদ্যাসাগর কলেজেও।

রোড শো আরও খানিকটা এগোতে বিধান সরণিতে বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে থেকে বিক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে দাউদাউ জ্বলে ওঠে। বিদ্যাসাগর কলেজের তখন সান্ধ্যকালীন ক্লাস চলছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে টিএমসিপি এবং বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে চায় বিক্ষুব্ধরা। ইট ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন এবিভিপি-টিএমসিপি সদস্যরা। দু'পক্ষের ধ্বস্তাধস্তিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কলেজ ক্যাম্পাস। এমনকী বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে ঐতিহ্যবাহী দুশো বছরের পুরনো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কলেজের গেটে আগুন জ্বলে ওঠে। ধস্তাধস্তিতে আহত হন বেশ কয়েকজন। ইটবৃষ্টি মাথা ফেটে যায় দু-একজন পড়ুয়া। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। জনতা ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয়। তবে এদিনের এই ঘটনায় প্রাথমিক অবস্থায় কোথাও পর্যাপ্ত পুলিশি তৎপরতা ছিল না বলেই অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ টিএমসিপি নিয়ন্ত্রিত বিদ্যাসাগর কলেজের ভিতর থেকে প্রথমে হামলা হয়। তাদের সমর্থকদের ধরে মারধর করা হয়। ইট ছোড়া হয়। পালটা টিএমসিপির দাবি, হামলা হয় গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকেই আগে।এর আগে হিন্দ সিনেমার কাছেও বিক্ষোভ দেখানো হয় অমিত শাহকে। এখানেও বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

সিয়েটের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন বিরাট কোহলি

মুম্বই, ১৪ মে (হি.স.) : সিয়েটের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। একই সঙ্গে সিয়েট ক্রিকেট রেটিং অ্যাওয়ার্ডের বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ব্যাটসম্যানও হয়েছেন বিরাট কোহলি। বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক বোলারের পুরস্কার জিতেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়া সফরে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের নায়ক চেতেশ্বর পুজারার হাতে উঠেছে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কার। তিনি ১৩ ম্যাচে ৩৮.০৪ গড়ে ৮৩৭ রান সংগ্রহ করেন সারা বছরে। একদিনের ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে বর্ষসেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার হয়েছেন রোহিত শর্মা। তিনি সারা বছরে একদিনের ক্রিকেটে ১০৩০ রান সংগ্রহ করেছেন।

আইপিএলে ছন্দে না থাকলেও কুলদীপ যাদব আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স অফ দ্য ইয়ার-এর সম্মান পেয়েছেন। ইংল্যান্ডে ১০ ওভারে ২৫ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট নেওয়ার সুবাদে এই পুরস্কার জেতেন কুলদীপ। অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ বর্ষসেরা টি-২০ ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন। রশিদ খান সেরা টি-২০ বোলার নির্বাচিত হয়েছেন। বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা। বিহারে হয়ে এবারই প্রথম শ্রেণি ও টি-২০ ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করা ৩২ বছর বয়সি আশুতোষ আমন বর্ষসেরা ঘরোয়া ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন। আশুতোষ ৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৩৩৭ রান করার পাশাপাশি ৬৮টি উইকেট নিয়েছেন। লাইফ-টাইম অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছেন মহিন্দর অমরনাথ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষে অনবদ্য অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষে অনবদ্য প্রয়াস নিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। মঙ্গলবার কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ে সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন শতবর্ষের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বছরের অধিনায়কদের সস্ত্রীক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আগামী ১ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষের অনুষ্ঠান। তবে, তার এক সপ্তাহ আগে থেকেই ক্লাবে শতবর্ষ অনুষ্ঠানে ঢাকে কাঠি পড়ে যাচ্ছে। ঠিক হয়েছে, শতবর্ষ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাতদিন আগেই কুমোরটুলি পার্ক থেকে সকাল ১০ টায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি হবে ময়দানের ক্লাব পর্যন্ত। বলা যায়, সেই র‍্যালি দিয়েই শুরু হয়ে যাবে ক্লাবের শতবর্ষের অনুষ্ঠান।

শতবর্ষ পালনে ফুটবলারদের যেন যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে। সেই ভাবনা থেকেই বিভিন্ন সময়ের অধিনায়কদের সস্ত্রীক সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা। তবে ফুটবলারদের কেন্দ্র করে শুধু বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে ক্লাবে। প্রত্যেকবারই ভারত গৌরব এবং ক্লাবের দুই প্রাক্তন ফুটবলারকে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয়। ভারত গৌরব কে হবেন, এদিনের মিটিংয়ে তা ঠিক হয়নি। শতবর্ষে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হবে দুই প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়কে। এদিনের মিটিংয়ে সেই সিদ্ধান্তেই সরকারি ভাবে শিলমোহর দিলেন কার্যকরী কমিটির সদস্যরা। শতবর্ষের মরশুমে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য সেরা দুই সাংবাদিকের নামও এদিন ঠিক করে ফেলেন সদস্যরা। সংবাদ প্রতিদিনের যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য এবং প্রখ্যাত ধারাভাষ্যকার এবং ফুটবল লিখিয়ে নভি কাপাডিয়া। এই দুই বরেণ্য সাংবাদিককে সম্মান জানানো হবে।

ভোটারদের সচেতন করতে ইভিএম, ভিভিপ্যাট নিয়ে শহরে হাজির নয়া ট্রাম

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : আগামী রবিবার সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ উ তাই ভোটারদের সচেতন করতে ইভিএম, ভিভিপ্যাট নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় ঘুরবে ট্রাম উ আজ মঙ্গলবার থেকেই শহরে চালু হবে বিশেষ এই ট্রাম উ বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে বিকেলের দিকে যাত্রা শুরু করবে এই বিশেষ ট্রাম উএই ট্রামের মূল উদ্দেশ্যই ভোটারদের সচেতন করা উ ট্রামে থাকবেন কমিশনের আধিকারিকরা উ ইভিএম, ভিভিপ্যাট নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরবে ঘুরবে এই ট্রাম উ আগামী রবিবার ১৯ মে রাজ্যে সপ্তম দফার ভোট উ এদিন নিরাপত্তার উপর বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে কমিশনের তরফে উ ৯ কেন্দ্রের হোটেল, লজে থাকবে কড়া নজরদারি উ ২৪ ঘন্টা ধরে চলবে নাকা চেকিং উ কেন্দ্রীয় বাহিনী ৯ কেন্দ্রেই পৌঁছেছে উ প্রয়োজনে রাতেও টহল দেবে বাহিনী উ

জেলাশাসকের নির্দেশে, পানাগড়ে ভরাট হওয়া পুকুরের মাটি তোলার কাজ শুরু

দুর্গাপুর, ১৪ মে (হি. স.): অবশেষে পূর্ব বর্ধমানের পানাগড়ে পুকুর ভরাটের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। পুকুরের ভরাট হওয়া মাটি তুলে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে তোলার কাজ শুরু হল। অভিযুক্ত পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিল পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক।

প্রসঙ্গত, কাঁকসা ব্লকের পানাগড়-মোরগ্রাম সড়কের ওপর দার্জিলিং মোড়ের বাঁদিকে রয়েছে রামচন্দ্রদীঘি নামে প্রাচীন একটি পুকুর। ১.৩৩ একর ওই বড় প্রাচীন ওই পুকরের মৌজা প্রয়াগপুর, জেএল নং ৮৮, দাগ নং -১। বর্ষায় আশপাশের পানাগড় গ্রাম, পাঠানপাড়া সহ একাধিক এলাকার জল ওই পুকুরে নিকাশী হয়। ওই পুকুরের জলে বাসিন্দারা নানান কাজকর্মে ব্যবহার করত। কিন্তু সংস্কার না হওয়ায় আগাছার জঙ্গলে ভর্তি হয়ে পুকুরটি।

অভিযোগ ৮ মে রাতে ওই পুকুরে মাটি ও বালি ভরাটের কাজ চলছিল। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করে। যদিও গত ২০১৬ সালে ওই পুকুরটির চারপাশে পাঁচিল তুলে ভরাট করার কাজ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের অভিযোগে তা বন্ধ হয়। এবং পুকুরের মালিককে বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগও দায়ের করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত। সম্প্রতি পুকুরটি আবারও ভরাট হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। খবর চাউর হতেই নড়েচড়ে বসে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী ভরাট হওয়া মাটি তুলে পূর্বের অবস্থায় ফেরানোর নির্দেশ দেন। সেই মতো মঙ্গলবার বিকালে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুকুরের ভরাট হওয়া মাটি তোলার কাজ শুরু করে কাঁকসা ব্লক প্রশাসন। এদিন বিকালে জেসিবি দিয়ে চলে মাটি তোলার কাজ। পুকুরের ভরাট অংশে কন্টেনার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী জানান,' কোনরকম পুকুর ভরাট রেয়াত করা হবে না। পুকুরটির ভরাট হওয়া মাটি তুলে পূর্বের অবস্থায় ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছি। এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।' অন্যদিকে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পানাগড় নাগরিক মঞ্চ। সংগঠনের পক্ষে প্রকাশ দাস জানান,' পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছিল। প্রশাসনের পুকুরটির পূর্বের অবস্থায় ফেরানোর উদ্যোগে সাধুবাদ।

ফের সাফল্য এসটিএফ-এর, কলকাতায় দু'লক্ষ টাকার জালনোট-সহ গ্রেফতার দু'জন পাচারকারী

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই কলকাতায় আবারও জালনোট পাচার চক্রের পর্দাফাঁসউ সোমবার রাতে দু'লক্ষ টাকার জালনোট-সহ দু'জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)উ ধৃতদের নাম হল-মণি গোবিন্দন (২৭) এবং ভেলু মাল্লাপ্পন (২৯)উ ধৃত জালনোট পাচারকারীদের বাড়ি দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতেউ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২০০০ টাকার একশোটি জালনোট।

এ ব্যাপারে মঙ্গলবার সকালে এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার বিকেল ৪.১০ মিনিট নাগাদ ময়দান থানার অন্তর্গত শহীদ মিনারের কাছে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ওই দু'জন জালনোট পাচারকারীকে আটক করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফউ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২০০০ টাকার একশোটি জালনোটউ বিপুল পরিমাণ জালনোট কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এসটিএফউ কলকাতা পুলিশের এসটিএফ সূত্রের খবর, ধৃত জালনোট পাচারকারীদের বাড়ি তামিলনাড়ুর ধরমপুরী জেলায়।

খেলা

আইপিএল শেষ, বিশ্বকাপের আগে দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে চিন্তায় ক্যাপ্টেন কোহলি!

কোটি টাকার মেগা লিগ আইপিএল শেষ। চেন্নাইকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। এই নিয়ে চতুর্থবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল মুম্বই। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল তারাই। আইপিএল শেষে হতেই এবার সবার নজর বিশ্বকাপে। চলতি মাসের শেষেই ইংল্যান্ডে বসছে এবার বিশ্বকাপের আসর। দোরগোড়ায় বিশ্বকাপ, কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াডের দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্যাপ্টেন কোহলির।১৫ এপ্রিল বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দিয়েছেন নির্বাচকরা। সেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার অল-রাউন্ডার কেদার যাদব। আইপিএলে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে কাঁধে চোট পান কেদার যাদব। সেই চোট লাগার পরেই অবশ্য চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি কোনওরকম ঝুঁকি নেয়নি। আইপিএলের আরও কোনও ম্যাচে দলে রাখেনি কেদারকে। মিডল অর্ডারে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতে উইকেট তুলে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে কেদার যাদবের। তাই আসন্ন বিশ্বকাপে কোহলির দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন তিনি।অন্যদিকে আর এক ক্রিকেটারকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি হলেন দলের রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। আইপিএলে ফর্মের ধারে কাছে ছিলেন না কলকাতার হয়ে খেলা এই স্পিনার। ২০১৯ সালের আইপিএল দ্রুত ভুলতে চাইবেন কুলদীপ নিজেও। আইপিএলের ৯টি ম্যাচে মাত্র ৪টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। ইকোনমি রেট ৮.৬৬। এমনকী আরসিবি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে এমন বোলিং করেছিলেন যে ডাগআউটে ফিরে কেঁদেছিলেন কুলদীপ। তবে কি মিস্ট্রি স্পিনারের রহস্য বুঝে ফেলেছেন বিশ্বের তাবড় তাবড় ব্যাটসম্যানরা। কেদার-কুলদীপ এই দুই ক্রিকেটারই বিশ্বকাপের আগে চিন্তা বাড়িয়েছে ক্যাপ্টেন কোহলির।

বিশ্বকাপে ফিক্সিং রুখতে অভিনব উদ্যোগ আইসিসির

এমনিতেই আইসিসি টুর্নামেন্টে নিরাপত্তার কড়াকড়ি সবসময়ই একটু বেশিই থাকে। ক্রিকেটারদের সঙ্গে সবসময় দুর্নীতিদমন শাখার লোকজন থাকে। ক্রিকেটারদের বলে দেওয়া হয়, কী করা যাবে আর কী করা যাবে না। ক্রিকেটারদের বাইরের কোনও লোকজনের সঙ্গে কথা বারণ। কেউ কোনও উপহার দিলে, সেটা নেওয়া যাবে না। এবার বিশ্বকাপ শুরুর দিন পনেরো আগে আইসিসি জানিয়ে দিল, প্র্যাকটিস ম্যাচ থেকেই দুর্নীতিদমন শাখার লোকজন থাকবে টিমগুলোর সঙ্গে।এবার বিশ্বকাপে দশটা টিম খেলবে। প্রত্যেকটা টিমের সঙ্গে দুর্নীতিদমন শাখার লোকজন থাকবে। এটাও শোনা যাচ্ছে, আইসিসি প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ফিক্সিং নিয়ে সতর্ক করে দেবে। বলে দেওয়া হবে, কোনওরকম প্রস্তাব এলেই তাঁরা যেন টিমের সঙ্গে থাকা অ্যান্টি কোরাপশনের লোকজনদের জানিয়ে দেন। টিম যে হোটেলে থাকবে, দুর্নীতিদমন শাখার লোকেরাও একই হোটেলে থাকবে। প্র্যাকটিস থেকে ম্যাচ, ক্রিকেটারদের সঙ্গে সবসময় তাঁরা থাকবেন। এক রিপোর্টে বলে দেওয়া হয়েছে, "এবার দুর্নীতিদমন শাখার দায়িত্বে থাকা লোকদের বলে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা প্রস্তুতি ম্যাচ থেকেই টিমের সঙ্গে থাকবে। শুধু তাই নয়, যে টিম যে হোটেলে থাকবে, সেই টিমের দায়িত্বে থাকা দুর্নীতি দমন শাখার লোকেরাও একই হোটেলে থাকবেন। প্র্যাকটিস হোক কিংবা ম্যাচ, ক্রিকেটারদের সবসময় দুর্নীতিদমন শাখার লোককে নিয়ে বেরোতে হবে।"এর আগে একাধিকবার ফিক্সিংয়ের ছায়ায় কলঙ্কিত হয়েছে ক্রিকেট। পাকিস্তানের একাধিক ক্রিকেটার নির্বাসিত হয়েছেন গড়াপেটার অভিযোগে। ভারতীয় ক্রিকেটেও ফিক্সিংয়ের ছায়া নতুন কিছু নয়। আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগে নির্বাসিত হতে হয়েছে শ্রীসন্থের মতো তারকাকেও। এমনিতে বড় টুর্নামেন্টগুলিতে ফিক্সারদের নজর থাকে। এর আড়ালে চলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। এর পিছনে হাত থাকে আন্তর্জাতিক বেটিং চক্রগুলিরও। এবার সেসব আটকাতে বদ্ধপরিকর আইসিসি। তাছাড়া, আইপিএলে যেভাবে বেটিং চলেছে, সেসব দেখেও সতর্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল।

বুমরাহকে বিশ্বসেরা বললেন শচীন

প্রশংসাটা খোদ ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের। লিটল মাস্টারের চোখে টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বসেরা বোলার জসপ্রিত বুমরাহ।২০১৯ আইপিএলের ফাইনালে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন বুমরাহ। তার কৃপণ বোলিংয়ের কারণেই রোববার (১২ মে) চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে রেকর্ড চতুর্থতম শিরোপা জিতেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।ফাইনালে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। ২৪ বলের মধ্যে ডট দিয়েছেন ১৩টি। এমনকি চেন্নাইয়ের কোনো ব্যাটসম্যান একটা বাউন্ডারিও হাঁকাতে পারেননি এই ভারতীয় পেসারের বিরুদ্ধে। উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে এমন অনবদ্য বোলিংয়ের প্রশংসায় কার্পণ্য করেননি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের আইকন টেন্ডুলকার, 'জসপ্রিত বুমরাহ এই মঞ্চে (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বসেরা বোলার।'আইপিএল২০.কম'কে টেন্ডুলকার বলেন, 'রেকর্ড বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায় টি-টোয়েন্টিতে সে (বুমরাহ) বিশ্বের সেরা বোলার, তার সেরাটা দেখানো এখনো বাকি, আশা করি।'কেবল টেন্ডুলকর নন, ফাইনালে দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স সতীর্থ যুবরাজ সিংও প্রশংসা করেছেন ২৫ বছর বয়সী বুমরাহকে, বৈচিত্রময় বোলিংয়ের জন্য তার বল বোঝাটা খুব কঠিন। আমার দেখা ক্যারিয়ারে সে সেরা বোলিং করেছে।'

ঋষভকে মিস করবে ভারত: সৌরভ

বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের আগে থেকেই তিনি ঋষভ পন্থের হয়ে গলা ফাটিয়ে এসেছেন। আবার ঋষভের হয়ে "ব্যাট" ধরলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপে ঋষভের অভাব বোধ করবে ভারত। বিশ্বকাপে ঋষভের ভারতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া প্রসঙ্গে সৌরভ বললেন, "বিশ্বকাপে ঋষভকে মিস করবে ভারত। কার জায়গায় জানি না, তবে অবশ্যই মিস করবে।" দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে বিশ্বকাপের জন্য দীনেশ কার্তিককে বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা।

অনেকেই মনে করছেন, বিশ্বকাপ দলে ঋষভের সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। আইপিএলে কেদার যাদব চোট পেয়েছেন। যদি বিশ্বকাপের আগে তিনি পুরো ফিট হয়ে উঠতে না পারেন, তাঁর পরিবর্তে কি ঋষভ পন্থকে সুযোগ দেওয়া উচিত? এই প্রসঙ্গে সৌরভ বললেন, "কেদারের চোট। ও ফিট হয়ে উঠতে পারবে কি পারবে না, সেটা বলা কঠিন। তবে আশা করি, কেদার ফিট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ফিট না হয়ে উঠতে পারে, ভারত কেদারের অভাব বোধ করবে।" এদিকে, ৭ বছর পর দিল্লি এবার আইপিএলে প্লে-অফে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। নিজের দল প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, "আমরা সত্যিই খুব ভাল খেলেছি।কিন্তু অন্য দুটো দল ফাইনালে খেলেছে। আইপিএল শেষ, এটা নিয়ে আর ভাবছি না। তবে একটা কথা বলতে পারি, দুই সেরা অধিনায়ক আইপিএল ফাইনালে খেলেছে। চাপের মুখে কীভাবে খেলতে হয়, সবাই শিখবে। চেন্নাই ও মুম্বই দুটি দলই দারুণ।"

মাঝে মাঝে ভুল টিপস দেন ধোনি! অভিযোগ কুলদীপের

মাঝে মাঝে ভুল উপদেশ দেন মহেন্দ্র সিং ধোনিও। কিন্তু সেই ভুলের কথা তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে এমনই "অভিযোগ" করলেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব। তিনি আরও বলেন, মাহি ম্যাচের সময় খুব একটা কথা বলেন না। একমাত্র প্রয়োজন পড়লে দুটি ওভারের মাঝে একটু কথা বলেন।সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এসে কুলদীপ বলেন,"এমন অনেকবার হয়েছে যখন মাহি ভুল টিপস দিয়েছে। কিন্তু সেটা ওকে বলা যায় না। ও খুব একটা কথাও বলে না। দরকার হলে ওভার শেষ হলে বলে।"প্রসঙ্গত, এবার আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে এক রানে হেরে যায় ধোনির নেতৃত্বাধীন চেন্নাই সুপার কিংস। আইপিএলের ১৫টি ম্যাচে ৪১৬ রান করেন মাহি, স্ট্রাইক রেট ১৩৪.৬২, গড় ৮৩.২। এবার টুর্নামেন্টে এমএসডির সর্বোচ্চ রান ৮৪ (৪৮)।পাশাপাশি, এবার বিশ্বকাপ দলেরও অন্যতম সদস্য মাহি। এটা তাঁর কেরিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপ, হয়তো শেষও। উল্লেখ্য, আগামী ৫ জুন সাউদাম্পটনের রোজ বোল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে চলেছে ভারত।

চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে ২৩০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করবে সিটি

'ব্যাক টুব্যাক' ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি। চলতি মৌসুমের ঘরোয়া ট্রেবলও জেতার সম্ভবনা আছে তাদের। প্রিমিয়ার লিগ, ইএফএল জেতা শেষ। বাকি কেবল এফএ কাপ। কিন্তু সিটির প্রধান স্বপ্নটাই এখনো পূরণ হয়নি। কোচ পেপ গার্দিওলাকে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে আনার পরও চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেছে সিটিজেনদের। ২০১৮-১৯ মৌসুমে তাদের দৌড় থামাতে হয়েছে শেষ আটে। অবশ্য আগামী মৌসুমের জন্য কোমরে দড়ি বেধে নামছে সিটি। ডেইলি মেইল জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে খেলোয়াড় কেনার পেছনে ২৩০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করবে ম্যানসিটি। আগামী দল-বদলের মৌসুমে গার্দিওলা দুজন মিডফিল্ডার, একজন করে ডিফেন্ডার ও স্ট্রাইকার চান। রক্ষণভাগে ফরাসি ডিফেন্ডার ইলাকুইম মাঙ্গালা এবং আর্জেন্টাইন তারকা নিকোলাস ওতামেন্দিকে ছেড়ে দিয়ে আয়াক্সের ডাচ ডিফেন্ডার ম্যাথিস ডি লিটকে ইতিহাদে আনতে চায় সিটি। ১৯ বছর বয়সী এই তারকা তার ঝলক দেখিয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগে। অবশ্য দে লিটকে চায় বার্সেলোনাও। ডাচ তারকাকে না পেলে লেস্টার সিটি ডিফেন্ডার হ্যারি মাগুইরেকে নিতে পারেন গার্দিওলা। মিডফিল্ডার হিসেবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের স্প্যানিশ তারকা রদ্রিকে কেনার চিন্তা সিটির। সেক্ষেতে ৩৪ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ফার্নান্দিহোর ইতিহাদ ছাড়তে হতে পারে। স্ট্রাইকারের জন্য সিটির চোখ বেনফিকার হোয়াও ফেলিক্স এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের লুকা জোভিচের দিকে। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদও তাদেরকে দলে নিতে ইচ্ছুক। তবে আগামী মৌসুমে সিটির চ্যাম্পিয়নস লিগে অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কা আছে। 'ফিন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লে' ভঙ্গের অভিযোগে সব ধরণের ইউরোপীয়ান প্রতিযোগীতায় উয়েফা কর্তৃক নিষিদ্ধ হতে পারে সিটিজেনরা। আইপিএল২০.কম'কে টেন্ডুলকার বলেন, 'রেকর্ড বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায় টি-টোয়েন্টিতে সে (বুমরাহ) বিশ্বের সেরা বোলার, তার সেরাটা দেখানো এখনো বাকি, আশা করি।'কেবল টেন্ডুলকর নন, ফাইনালে দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স সতীর্থ যুবরাজ সিংও প্রশংসা করেছেন ২৫ বছর বয়সী বুমরাহকে, বৈচিত্রময় বোলিংয়ের জন্য তার বল বোঝাটা খুব কঠিন। আমার দেখা ক্যারিয়ারে সে সেরা বোলিং করেছে।'

টিপস দেওয়ার সময় ধোনিরও অনেক সময় ভুল হয়

নয়াদিল্লি: বাইশ গজে সবসময়ই তিনি ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল। এহেন কুল ধোনিরও টিপস দেওয়ায় সময় কিছু ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে। এক অ্যাওয়ার্ড শোয়ে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে এই মন্তব্য করলেন সতীর্থ কুলদীপ যাদব।ধোনি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ক্রিকেট মাঠে চাপের মুহূর্তে ধোনির মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্যিই খুব কম ক্রিকেটারই করতে পারেন। তবে কখনও কখনও তাঁরও ভুল হয়। এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে ধোনির প্ল্যানিং ভুল হয়েছে।"মাহিকে নিয়ে বলতে গিয়ে কুলদীপ আরও বলেন, "ম্যাচ চলাকালীন ধোনি ভাই খুব একটা কথা বলেন না। কোনও ভুল শুধরাতে হলে শুধু ওভারের মাঝে সেটা বলে দেন।"উল্লেখ্য গত বছর এশিয়া কাপের এক ম্যাচে মাঠে সতীর্থ ক্রিকেটার কুলদীপের উপর মেজাজ হারিয়েছিলেন ধোনি। এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে রোহিতের পরিবর্তে অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন ধোনি। সেই ম্যাচে ফিল্ডারদের অবস্থান পরিবর্তন নিয়ে কুলদীপকে বকুনি দিয়েছিলেন তিনি।অধিনায়ক মাহি"র সাজানো ফিল্ডিং না-পসন্দ হওয়ায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন কুলদীপ। পরে স্টাম্প মাইকে ধরা পরে মেজাজ হারিয়ে পাল্টা ধোনি কুলদীপকে বলেছিলেন, "বোলিং করতে থাক! নইলে বোলার পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে।"পরে অবশ্য ধোনির সাজানো ফিল্ডিংয়েই উইকেট পেয়ে সফল হন কুলদীপ যাদব।

এবার তরুণ ডি লিটকে দলে ভেড়াচ্ছে বার্সা

আয়াক্সের তরুণ তারকা ম্যাথিস ডি লিটকে নিজেদের দলে ভেড়াচ্ছে বার্সেলোনা। এমনটি নিশ্চিত করেছে ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট গোল ডট কম। এর আগে আয়াক্সের আরেক তরুণ তারকা ডি জংকে ইতোমধ্যে দলে টেনেছে কাতালানরা।৭৫ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে ডি জং ক্যাম্প নুয়ে নিজের নাম লেখান।মূলত চ্যাম্পিয়নস লিগে সেমিফাইনালের পর থেকেই ডি লিটের প্রতি নজর দেয় বার্সা। আসরটির শেষ চারে লিভারপুলের কাছে হেরে বার্সা ও টটেনহ্যামের কাছে হেরে আয়াক্স বিদায় নেয়। আর এরপর থেকেই ১৯ বছর বয়সী ডি লিটকে দলে ভেড়াতে উঠে পড়ে লাগে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। যদিও অফিসিয়ালি এখনও কোনো কিছুই নিশ্চিত হয়নি।তবে গুঞ্জন শুরু হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই ডি লিটের ব্যাপারে ঘোষণা দেবে বার্সা। যেখানে নেদারল্যান্ডসের এই তারকার ট্রান্সফার ফি হতে পারে ৭০ থেকে ৭৫ মিলিয়ন ইউরো।এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ মৌসুমে ডি লিটের নেতৃত্বেই ব্যাপক সাফল্য পায় আয়াক্স। তার অধিনায়কত্বে রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের মতো শক্তিশালী দলকে শেষ ষোলো ও কোয়ার্টার ফাইনালে হারায় আমস্টারডামের দলটি। ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ন জুভিদের হারাতে ডি লিটের গোলও বড় ভূমিকা রাখে।আয়াক্সের এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ দৌড় ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারতো। তবে টটেনহ্যামের লুকাস মোউরার হ্যাটট্রিকের কাছে পরাজিত হতে হলো তাদের। তবে আসর থেকে বিদায়ের পর ক্লাব সিইও এডউইন ফন ডার সার জানিয়ে দেন, এই তরুণ ক্লাবের হয়ে এটিই শেষ ম্যাচ। আশা করি বড় কোনো ক্লাবে জায়গা করে নেবে।সিইও অবশ্য তখনই ইঙ্গিত দিয়ে দেন, ডি লিট স্পেন অথবা ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবেন।

তিন কিংবদন্তির কীর্তি ছোঁয়ার অপেক্ষায় মাশরাফি

আর মাত্র ৩ উইকেট। তাহলেই তিন কিংবদন্তির বিশেষ এক কীর্তিতে ভাগ বসাবেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। কী সেই কীর্তি? অধিনায়ক হিসেবে ১০০ উইকেট পাওয়ার অনন্য কীর্তি, যা এতদিন নিজেদের দখলে রেখেছেন ওয়াসিম আকরাম, শন পোলক ও ইমরান খান।সর্বকালের অন্যতম সেরা পেসার ওয়াসিম আকরাম পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে ১০৯ ম্যাচ খেলে ১৫৮ উইকেট নিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেস অলরাউন্ডার শন পোলক অধিনায়ক হিসেবে ৯৭ ম্যাচ খেলেই নিয়েছিলেন ১৩৪ উইকেট। আর পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান ১৩৯ ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৩১ উইকেট।চলতি ত্রিদেশীয় সিরিজে দুই ম্যাচে বোলিং করে ৬ উইকেট তুলে নিয়েছেন মাশরাফি। ওয়ানডেতে অধিনায়ক হিসেবে তার বর্তমান উইকেট সংখ্যা ৯৭। নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৫ ম্যাচে। আর ৩ উইকেট হলেই তা একশ' স্পর্শ করবে। অধিনায়ক হিসেবে ১০০ উইকেট পেতে পোলককে খেলতে হয়েছে ৭৪ ম্যাচ। ইমরান খানের লেগেছিল ৯৬ ম্যাচ আর ওয়াসিম আকরামের ৬১ ম্যাচ।ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচেই পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াকার ইউনুসকে (অধিনায়ক হিসেবে ৯৭ উইকেট) পেছনে ফেলে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন মাশরাফি। কিন্তু মেহেদী হাসান মিরাজ সহজ ক্যাচটা মিস করে তা আর হতে দিলেন কই? তবে এখনও সিরিজে ২ ম্যাচ বাকি আছে। বিশ্বকাপের আগেই হয়ত রেকর্ডটা গড়া হয়ে যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, এখন থেকে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার অর্থাৎ সপ্তাহের তিন দিন বড়জলাস্থিত পুরানো টি.আর.টি.সি অফিস প্রাঙ্গণে ড্রাইভিং টেস্ট নেওয়া হবে।

আদেশনুসারে,
(শ্রী দিব্যেন্দু চক্রবর্তী)
জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার
ত্রিপুরা, আগরতলা

ICA/D/180/19-20

জাগরণ 15 May, 2019, Wednesday আগরতলা ১৫ মে, ২০১৯ ইং, ৩১ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

ভারতের কাছে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহারের অনুরোধ বাংলাদেশের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৪।। সফররত বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী আজ মঙ্গলবার ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি অধিক হারে বাংলাদেশি পোশাক পণ্য আমদানীতে সহযোগিতা কামনা করে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অধিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরো বৃদ্ধির আহবান জানান। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী ভারতে ডব্লিউটিও'র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী সুরেশ প্রভুর কাছে এ আহবান জানান। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।

জবাবে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যেকার বিদ্যমান সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশ থেকে যে অনুরোধ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। বৈঠকে দু'দেশের জনগণের সুবিধার্থে বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়াতে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ একমত ব্যক্ত করেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশের মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

জমিবিবাদকে কেন্দ্র করে মসজিদের ভিতরে মারপিট, হত এক, ঘায়েল সাত

ধলাই (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : এক জমিবিবাদকে কেন্দ্র করে মসজিদের ভিতরে তুতো ভাইদের মারে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন সাতজন। সোমবার বিকেলে আছরের নামাজ আদায় করতে গিয়ে মসজিদের ভিতরেই বিবাদের সৃষ্টি হয়। ক্ষণিকের মধ্যে শুরু হয় অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি। এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ৪০ বছর বয়সি জালাল উদ্দিন লস্করের। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জালাল উদ্দিন ও তার তুতো ভাই ২৭ বছরের আলি হোসেনের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে জমিবিবাদ চলছিল। আছরের নামাজে এসে জালাল উদ্দিন লস্কর-সহ জহুর উদ্দিন, তাজ উদ্দিন এবং সাহিন আহমদরা মসজিদের ভিতরেই আলির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। বিবাদের খবর পেয়ে আলি-পক্ষের জিয়া উদ্দিন, তুতা মিঞা, আলেয়া বেগম ও তৈয়বুর রহমান লাঠি-সহ ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে জালাল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ওপর আক্রমণ চালালে রক্ত ঝরিয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় জালাল উদ্দিনের। এছাড়া উভয় পক্ষের সাতজন আহত হন। খবর পেয়ে সদল বলে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কচুদরম থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। তাঁরা জালাল উদ্দিনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। অপরদিকে অন্যান্য আহতদেরকেও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে জালালের পরিবারের পক্ষ থেকে কচুদরম থানায় এক অভিযোগনামা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২-সহ আরও কয়েকটি ধারায় ৮৪/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। থানা কর্তৃপক্ষ জানান, মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।এদিকে আজ ময়না তদন্ত শেষে জালাল উদ্দিনের মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিকেলে তাঁর মৃতদেহ নিজের গ্রাম নাগাখালে নিয়ে এলে সেখানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। বর্তমানে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। জেলা প্রশাসনের তরফে বিষয়টির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশি টহলও চলছে বলে খবর মিলেছে।

জেলা জুড়ে সংঘর্ষ, রক্তাপাত, বাড়ি ভাঙচুর কেশপুরেও

দাঁতন, ১৪ মে (হি. স.) : ষষ্ঠ দফার নির্বাচন পর্ব মিটে গিয়েছে রবিবার। আর তারপর থেকেই রাজনৈতিক হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানার একাধিক এলাকা। বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এবারের ঘটনাস্থল দাঁতনের বরংগি গ্রাম। এদিনের মারধরের ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম বিজেপি কর্মী ঝাড়েশ্বর প্রামাণিক ভর্তি দাঁতন গ্রামীণ হাসপাতালে।বিজেপি দলের অভিযোগ- সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী সমর্থক তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। গুরুতর আহত হলেও হাসপাতালে নিয়ে আসতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। যদিও তৃণমূলের তরফে দাবী, বিজেপির বহিরাগতরা তাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দিচ্ছে এবং কিছু বিজেপির কর্মীরা এলাকায় টহল দিচ্ছে ,বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমকে আসছে। এই ঘটনার পর দাঁতন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।তবে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবং পুলিশের সাথে তৃণমূলের যোগ থাকার অভিযোগ তুলে বরংগি গ্রামে দাঁতন থানার পুলিশকে ঢুকতে বাধা দেয় বিজেপি কর্মীরা।বেশ কয়েকঘন্টা পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ।

অন্যদিকে ফের উত্তপ্ত হল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি। ভোট পর্ব মিটতেই কেশিয়াড়ির নছিপুরের আমিলাসাইতে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে আহত দুইদলের এগারোজন। তাদের মঙ্গলবার দুপুরে কেশিয়াড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত বিজেপির বুথ সভাপতি নবকুমার রাউৎ, মঙ্গল রাউতকে মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ কয়েকদিন ধরে এলাকায় অশান্তি তৈরি করছিল বিজেপি। সোমবার তারাপদ দণ্ডপাট নামের এক কর্মীকে হেনস্তা করে তারা। পুলিশে অভিযোগ হয়। ফের মঙ্গলবার দুপুরে মাঠ থেকে কাজ করে ফেরার সময় মারধর করা হয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি -বাজার এলাকায় জড়ো হয়ে থাকা লোকজনের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে তৃণমূলেরই লোকজন। তাতে আহত হন বিজেপিরই সাতজন। অন্যদিকে সোমবার বেলা দশটা থেকে কেশপুর থানার হাড়িমারা গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তীব্র উত্তেজনা তৈরী হয়েছে । দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মাঝে পড়ে গ্রামে ১২ টি বাড়ি ভাঙ্গচুর লুঠ করা হয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশী বাহিনী নিয়ে হাজির হন কেশপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস । বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে । ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনোত্তর উত্তেজনা সংঘর্ষ অব্যহত ।

মুক্তি পেল ”নেটওয়ার্ক” ছবির ট্রেলার

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : মুক্তি পেল ”নেটওয়ার্ক” ছবির ট্রেলারঊ এই ছবির সৌজন্যে আরও একবার একই ফ্রেমে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও সব্যসাচী চক্রবর্তী ঊ পরিচালক সপ্তাশ্ব বসু পরিচালিত ”নেটওয়ার্ক” ছবিতেই শাশ্বত ও সব্যসাচীকে একই ফ্রেমে দেখা যাবে ।

অভিনেতা শাশ্বতকে অ্যান্টাগনিস্টের চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। ছবিতে শাশ্বত ও সব্যসাচীকে ছাড়াও দেখা যাবে অনির্বাণ চক্রবর্তীকে ঊ ছবির প্রসঙ্গে অভিনেতা সব্যসাচী বলেন, 'আমার চরিত্রটা একজন প্রযোজকের। অনির্বাণ চক্রবর্তী। অভিজিৎ গাঙ্গুলি, শাশ্বত করছে। এবার একটা কনসেপ্ট নিয়ে ঝামেলা হয়। ওর ও আমার কনসেপ্ট মিলে যায়। পরে দেখা যায় আমি সেটা চুরি করেছি। আর তার জন্য ও বদলা নেয়। কীভাবে বদলা নেয় সেটা ছবি দেখলে বোঝা যাবে' ঊ ছবির প্রসঙ্গে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”নেটওয়ার্ক” একদম অন্য ধরনের ছবি ঊ তা অবশ্য ছবি দেখলেই বোঝা যাবে'।

মাতৃভাষার মাধ্যমে অসমের শিক্ষাক্ষেত্রে নীরব আন্দোলন চালিয়ছে বিদ্যাভারতী : হেমন্ত ধিং

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে অসমের শিক্ষাক্ষেত্রে নীরব অন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্যাভারতী। আজ গুয়াহাটির জু-রোডে অবস্থিত বিদ্যাভারতী পরিচালিত অসম প্রকাশন ভারতীর সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক বৈঠকে এ কথা বলেন শিশুশিক্ষা সমিতি, অসম-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার। বৈঠকে হেমন্ত ধিং জানান, বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সংবদ্ধ সংগঠন শিশুশিক্ষা সমিতি, অসম। সমিতির কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে তিনি জানান, চলতি ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মোট ৫৫১টি শংকরদেব শিশু-বিদ্যা নিকেতন চলছে। এগুলিতে প্রায় ১,৬৬,৭৪৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা-সংস্কার দিচ্ছেন ৮,২৬৭ জন আচার্য-আচার্যা। এছাড়া শিক্ষাকর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন ১,৪৮৫ জন। হেমন্ত ধিং মজুমদারের তথ্য, ২০১৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শংকরদেব শিশু-বিদ্যা নিকেতনে উত্তীর্ণের হার ছিল ৯৩ শতাংশ। তাদের মধ্যে তিনজন বিশেষ স্থান, ১,৩৯৭ জন স্টার এবং ১২,০৩৫ জন লেটার নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। অন্য প্রসঙ্গে মজুমদার বলেন, দেশের অন্য প্রান্তে উচ্চশিক্ষা বা প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় কথা বলার উপযোগী করতে আগামী বছর থেকে রাজ্যের শংকরদেব শিশু-বিদ্যা নিকেতনগুলিতে স্পোকেন ইংলিশ পাঠক্রম চালু করা যায় কিনা সে-ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা চলছে। আজকের বৈঠকে শিশুশিক্ষা সমিতি কর্তৃক শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মাজি রাও। তিনি বলেন, মহাপণ্ডিত চাণক্যের 'সর্বোপরি রাষ্ট্রধর্ম' মন্ত্রকে ভিত্তি করে শিশুশিক্ষা সমিতি কাজ করছে। রাষ্ট্রধর্মীয় সংস্কারে যাঁরা সংস্কারিত নন, তাঁরাই বেশি দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হচ্ছেন। শিশুশিক্ষা সমিতির প্রচার বিভাগের সম্পাদক অজয়কুমার বরা পরিচালিত আজকের সৌজন্য-বৈঠকে অসম এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মোট ২৪ জন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মাজি রাও ছাড়াও শিশুশিক্ষা সমিতি, অসমের সম্পাদক কুলেন্দ্রকুমার ভাগবতীও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এতে অসমিয়া সমাজজীবনের বনৌষধিযুক্ত নিরামিষ আহার পরিবেশন করা হয়।

সুন্দরবনের প্রাণী জগতের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম প্রভাব পড়ার আশঙ্কা

ঢাকা, ১৪ মে (হি.স.) : বিশ্বে বাঘের যে কয়টি বৃহৎ আবাসস্থল এখনও টিকে আছে, তার মধ্যে সুন্দরবন একটি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রসীমার উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সেটিও ধ্বংসের সম্মুখীন। নতুন এক গবেষণায় এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।এ খবর দিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস।

সোমবার রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ঝুঁকিতে পড়ায় বিশ্বের স্থলভাগের ৫ লাখ প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব বিপদের মুখে।এদের মধ্যে বাঘ অন্যতম। বাংলাদেশ ও ভারতে ৪ হাজার বর্গমাইলের সুন্দরবনে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন। বনের সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রে টিকে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার সহ কয়েকশ প্রজাতির প্রাণী। কিন্তু বনের ৭০ শতাংশ ভূমিই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক ফুট উঁচুতে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে অনায়াসেই প্লাবিত হবে এই বনের সিংহভাগ এলাকা। সায়েন্স অব দ্য টোট্যাল এনভারণমেন্ট জার্নালে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের গবেষকরা এই তথ্য দিয়েছেন।এতে বলা হয়, বিশ্বে উষ্ণায়নের ফলে যে পরিবর্তন আসবে পৃথিবীতে তা সুন্দরবনে থাকা কয়েকশ বাঘকে নির্মূল করতে যথেষ্ট।১০ গবেষকের করা ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৭০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘের উপযোগী কোনও আবাসস্থল থাকবে না।

খবরে বলা হয়, সুন্দরবনের প্রাণিজগতের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য নির্মম প্রভাব পড়ার আশঙ্কা অন্যান্য আরও গবেষণায়ও উঠে এসেছে। ২০১০ সালে ওয়ার্লওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার-এর নেতৃত্বে এক গবেষণায় দেখা যায়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১১ ইঞ্চি বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা আগামি কয়েক দশকে ৯৬ শতাংশ হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণিদের অর্ধেক আক্রান্ত হয়েছে।

সুন্দরবন নিয়ে হওয়া নতুন গবেষণার প্রধান লেখক শরিফ এ. মুকুল। মুকুল ও তার সহকর্মীরা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বাইরেও বাঘের ওপর অন্যান্য ঝুঁকির বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য আরও বিষয়ও বাঘের অস্তিত্বের জন্য হুমকি বলে খুঁজে পেয়েছেন তারা। ১৯ শতকের শুরুর দিক থেকে শিকার ও বন্যপ্রাণীর অবৈধ পাচারের ফলে বাঘের সংখ্যা ১ লাখ থেকে কমে ৪ হাজারে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি ব্যবস্থাপনার সহকারী অধ্যাপক ড় মুকুল বলেন, অনেক কিছু ঘটতে পারে।সাইক্লোন বা ওই এলাকায় কোনও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে বা খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে পরিস্থিতি আরও করুণ হতে পারে। গত অক্টোবরে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিজ্ঞান প্যানেল একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন দাখিল করে। এতে বলা হয়, যদি গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন বর্তমান হারে অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০৪০ সাল নাগাদ বায়ুমন্ডল প্রাক-শিল্প যুগের চেয়ে ২ দশমিক ৭ ডিগ্রি বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে। এই উষ্ণতা বৃদ্ধি খাদ্যশৃঙ্খল, কোরাল রিফ ও বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও ঘনবসতির দেশগুলোতে এর প্রভাব থাকবে আরও বেশি।

এত আবেগ, এত প্রাণ কলকাতা আগে খুব বেশি দেখেনি অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : আক্ষরিক অর্থে একেই বুঝি বলে জনসমুদ্র। এত হর্ষ, এত উল্লাস, এত রঙ, এত প্রাণ এর আগে অন্তত হালআমলে কোনও সমাবেশে দেখিনি। বই এবং খবরের কাগজের পুরনো সংস্করণে দেখেছি ১৯৭৭-এ রাজ্যে পালাবদলের পর জনতার উন্মাদনার ছবিটা। ২০১১-র মে মাসে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন রাজভবন থেকে শপথ নেওয়ার পর প্রথম এসেছিলেন মহাকরণে। সেদিন মহাকরণের দ্বিতল থেকে দেখেছিলাম মানুষের আবেগ কত গগনচুম্বি হতে পারে। আর আজ প্রেক্ষিতটা মোটেই সে রকম ঐতিহাসিক নয়। লোকসভা নির্বাচনের আগে অনেক রোড-শোর একটা। কিন্তু প্রাণের স্পন্দন, আবেগের জোয়ারে ভেসে গেলেন সমবেত সকলে।

সাজানো কোনও লরিতে মাইকে বাজছে 'নাই নাই ভয়'। কোনও লরিতে 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী'। কোনও কোনও লরিতে ভাঙড়া নৃত্য। কোথাও ঝুমুরনাচ, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। গোটা দেশের সংস্কৃতি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এদিনের সমাবেশে। সমানে উড়ছে গোলাপের পাপড়ি, রঙিণ কাগজের কুচি। বেলা চারটের পরেই ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে চলতে শুরু করে সেই বর্ণাঢ্য মিছিল। মনভরে দু'পাশের হাজার হাজার দেখলেন সেই প্রাণবন্ত দৃশ্যাবলী। মুঠিফোনে ধরে রাখলেন সেই দৃশ্যপট বা খণ্ডচিত্র।

কথা ছিল কলকাতা উত্তর-এর বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার প্রচারে এসপ্লানেডের মোড় থেকে চারটায় শুরু হবে পদযাত্রা। বেলা আড়াইটে থেকে শহিদ মিনার সংলগ্ন সব সবুজ ঢেকে গেল গেরুয়া রঙে। নাচে-গানে ভরপুর। গোটা জঙ্গলমহল যেন এদিন চলে এসেছিল কলকাতায়। একটি ট্রাকে ছিলেন রক্ষী-পরিবৃত হয়ে অমিত শাহর পাশে ছিলেন রাহুল সিনহা। পরেরটিতে ছিলেন দলের প্রদেশ সভাপতি দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায় এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। কনভয়-রক্ষীদের গুডবাই জানিয়ে পায়ে হাঁটলেন বাবুল সুপ্রিয়, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র খান, দেবশ্রী চৌধুরী, সুরেন্দ্র সিং আহলুওয়ালিয়া, দেবজিৎ সরকার প্রমুখ।

এসপ্লানেড চত্বরের আশপাশ প্রধানমন্ত্রী মোদী আর বিজেপি জাতীয় সভাপতির ছবি-কাট আউটে বোঝাই। সেগুলোর কোনওটায় লেখা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আঘাত বারবার, দেশের সুরক্ষায় মজবুত সরকার', কোনওটায় লেখা 'সরকার নেবে গরিবের চিকিৎসার ভার', বা 'চিটফান্ডের কালো দাগ মুছে দিতে দরকার/ আরও একবার মোদী সরকার'। 'কৃষিঋণের সুদ থেকে পাঁচ বছরের ছাড়'-এর মত সস্তা রাজনৈতিক আশ্বাসবাণী যেমন ছিল, তেমনই ছিল 'বাড়িপ্রতি ৪০ হাজার টাকা লুঠলো কারা? লুণ্ঠনকারীদের লুঠ করতে কে সাহায্য করল, ফের একবার মোদী সরকার' এ রকম শ্লোগান-সম্বলিত হরেক হোর্ডিং। এগুলো নাকি পুলিশ সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিজেপি-র দাবি, স্থানীয় মানুষজন এফং সমর্থকরা রুখে দাঁড়ানোয় সুবিধা করতে পারেনি পুলিশ। মিছিলে কেউ সেজেছে রাম। কেউ হনুমান। যত এগিয়েছে স্রোতের মত বেড়েছে ভিড়। শুরু আর শেষ কোথায় কে তার হিসেব রাখেন? 'ভারতমাতা কী জয়', 'জয় শ্রীরাম', 'জিতবে কারা বিজেপি' এ রকম হরেক শ্লোগান যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল এ দিনের রোড শো-কে। পাওনা হিসাবে অবশ্যই ছিল শহর অচল হয়ে যাওয়ার ভোগান্তি।

সন্ধ্যার ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার ফের বৃষ্টির পূর্বাভাষ দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সকাল থেকেই রোদের তেজ না থাকলেও আর্দতাজনিত অস্বস্তি রয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে। আজ কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.২ ডিগ্রি। টানা কয়েকদিন তীব্র দহনে পুড়ছিল গোটা দক্ষিণবঙ্গ। সোমবার রাতে বৃষ্টি হওয়ার ফলে কিছুটা তাপমাত্রা নেমেছে। কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দতাজনিত অস্বস্তি কমছে না। রয়েই গিয়েছে। এই আবহাওয়ার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। তাপমাত্রার পারদ খুব বেশি না-চড়লেও নাকাল করছে লাগামছাড়া আর্দতা!তার দাপটেই পথে বেরিয়ে কাহিল হচ্ছেন মহানগরের মানুষজন। তবে আবহাওয়া দফতরের আশ্বাস, ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সন্ধ্যায় ফের স্বস্তি দিতে পারে ঝড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টি। এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। অর্থাৎ বৃষ্টি ঝড়ে তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হয়নি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমেছে অনেকটা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি কম। ঘূর্ণিঝড় ফণীর গত দুই সপ্তাহ ধরে রাজ্যে অস্থির অবস্থার পর অবশেষে বৃষ্টি আসে সোমবার সন্ধ্যায়, সঙ্গে কালবৈশাখী। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদাসহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাকে স্বস্তি দিয়ে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ কলকাতায় হাজির হয় বজ্রগর্ভ মেঘ। সেখান থেকে ঝড় বৃষ্টি। টানা ঘন্টা খানেকের বেশি সময় ধরে বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গতকাল ঘণ্টায় ৫৭ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী বয়ে যায়। মে মাসের এটাই প্রথম কালবৈশাখী। সোমবার রাতে কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ১০.৩ মিলিমিটার। আর্দতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ। সোমবারের ঝড় বৃষ্টি কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে তা বলা যেতেই পারে। পূর্বাভাস বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ফলে আপাতত দিন দুয়েক তাপের দহন কম থাকবে।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী থেকে নয়, প্রথম শ্রেণী থেকেই পাশ ফেল চালু দাবি এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে ।। সম্প্রতি রাজ্য সরকার পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাশ ফেল চালুর কথা ঘোষণা করায় এস ইউ সি আই দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ২০০৯ ইং সনে রাইট টো ফ্রি এন্ড কমপালসারী এডুকেশন আইন প্রনয়নের পর সারা দেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দিয়ে নো ডিটেনশন চালু করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও ২০১০ ইং সাল থেকেই নো ডিটেনশন চালু হয়। এস ইউ সি আই দল তখন থেকেই এই নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সর্বনাশ ঘটাবে এই আশঙ্কায় পাশ ফেল প্রথম প্রথম শ্রেণী থেকেই চালুর দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করেছে এবং এই দাবিতে পার্লামেন্ট অভিযান করেছে। দেশের বহু শিক্ষাবিদও পাশ ফেল না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষার বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছেন এবং পাশ ফেল চালুর দাবি করেছেন। সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সরকারী স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর বেশীরভাগ ছাত্র ছাত্রী মাতৃ ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারে না এবং ড্রপ আউটের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। আন্দোলন ও জনমতের চাপে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ ই সনে এই আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাশ ফেল চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরা সরকারও ২০১৯ ইং সনে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাশ ফেল চালুর কথা বলেছে। এস ইউ সি আই দলের বক্তব্য প্রাথমিক শিক্ষার মান বজায় রাখতে ভাল পঠন পাঠনের সাথে সাথে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে প্রথম শ্রেণী থেকেই পাশ ফেল চালু করতে হবে। তাই এস ইউ সি আই দল সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে শুধু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতেই নয় প্রথম শ্রেণী থেকেই পাশ ফেল চালু করতে হবে। মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এই দাবি জানায় এসইউ সি আই।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নালিশ করে কমিশনকে চিঠি স্বরাষ্ট্রসচিবের

কলকাতা, ১৪মে (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভায় নির্বাচন কমিশনের কাছে ভুরিভুরি অভিযোগ এসেছেঊ এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নালিশ করে কমিশনকে চিঠি দিল স্বরাষ্ট্রসচিবঊ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণ ও কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিঠি পাঠালেন রাজ্য কমিশনের দফতরেঊ এদিনের চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়, "ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে বাহিনী। এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে তাঁরা কারণ ছাড়াই ভোটারদের উপর লাঠিচার্জের মতো একাধিক ঘৃণ্য কাজ করছে বাহিনী।

রাজ্যে বাকি আর শুধু অন্তিম দফার ভোট। ১৯ মে শেষ সপ্তম দফার ভোটের আগে ফের কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সরব রাজ্য। এদিন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাবকে চিঠি দিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব অভিযোগ করেছেন, "ভয় দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণে ভীত ভোটাররা। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৫ জায়গায় গুলি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটার, প্রার্থীর উপরেও লাঠিচার্জ হয়েছে। বুথের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।' একইসঙ্গে অভিযোগ করেছেন, কুইক রেসপন্স টিম সব জায়গায় যাচ্ছে না। রাজ্য পুলিশ না থাকায় এলাকা চিনতে সমস্যা হচ্ছে। শেষ দফা ভোটের আগে কমিশনকে বিষয়টি বিবেচনার আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। যদিও এই বিষয়ে গতকাল বৈঠক করে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন জানিয়ে দিয়েছেন, এবার কুইক রেসপন্স টিমের সাথে একজন করে রাজ্য পুলিশের সিভিল কনস্টেবল থাকবেঊ যে সংশ্লিষ্ট এলাকা ভালমত চিনবেনঊ এছাড়াও সপ্তম দফায় কোনও রকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

গরিব মানুষের জন্য নিজের জীবন সমর্পিত : নরেন্দ্র মোদী

বক্সার(বিহার), ১৪ মে (হি.স.) : দেশের গরিব মানুষের জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছেন তিনি। সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের আগে বিহারের বক্সারে নির্বাচনী জনসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার কংগ্রেস এবং আরজেডি-কে কটাক্ষ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, গরিব মানুষের জন্যই নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছি। বিরোধী দলগুলির নেতারা প্রথমদিকে গরিব ছিল। দারিদ্রতা দূরীকরণের নাম করে এরা ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে দারিদ্রতা দূরীকরণ করতে ভুলে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা কয়েক কোটি টাকা করে ফেলে। শুধুমাত্র মাইনে দিয়ে এত টাকা করা যায় না। মহাভেজাল জোটের নেতারা উন্নয়ন নিয়ে কোনও কথা বলছে না। দেশের উন্নয়ন নিয়ে তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই। আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে কংগ্রেস এবং আরজেডি। মহাভেজাল জোট জিততে পারবে না। আর তাই হতাশ হয়ে আমার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করছে।

সন্ত্রাস এবং মাওবাদ দমন নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে জঙ্গি এবং মাওবাদী দমন করতে এনডিএ সরকার ব্যস্ত। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং মহাভেজাল জোটের নেতারা জঙ্গি এবং মাওবাদীদের বাঁচাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।